বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম্

মাননীয় স্পীকার,

২০০৫-০৬ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের বাজেট এই মহান সংসদে পেশ করার অনুমতি প্রদানের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অর্থমন্ত্রী হিসেবে এ বার নিয়ে আমি ১২ বার এ মহান সংসদে বাজেট উপস্থাপন করছি। জাতিকে সেবা করার এ দুর্লভ সুযোগ দেয়ার জন্য আমি মহান আল্লাহতালার শুকরিয়া আদায় করছি। এই মুহুর্তে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্বাধীনতার ঘোষক, আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি মহান নেতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে যিনি আমাকে বাজেট পেশ করার প্রথম সুযোগ দিয়েছিলেন। এ গুরু দায়িত্ব পালনে আমার উপর অব্যাহত আস্থা রাখার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে, যাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকালেই আমি ১২টির মধ্যে ১০টি বাজেট পেশ করেছি। আমি এ সুযোগে তাঁকে অভিনন্দন জানাই – ১৯৯১ সন থেকে এযাবত অনুষ্ঠিত প্রতিটি সংসদ নির্বাচনের যে কয়টি আসনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তার সবকয়টিতে জয়ী হওয়ার মাধ্যমে জনগণের বিপুল আস্থা অর্জনের জন্য। একই সাথে তাঁকে আরও অভিনন্দন জানাই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের দীর্ঘতম সময়ব্যাপী (Longest Serving) সরকার-প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকার বিরল কৃতিত্ব অর্জনের জন্য। তাঁর সাহসী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্যই বাংলাদেশের জনগণ তাঁকে এ অসাধারণ সম্মানের অধিকারী করেছে।

মাননীয় স্পীকার,

২। আজ থেকে ৩০ বছর পূর্বে ১৯৭৬ সালে এ মহান সংসদে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপদেষ্টা হিসেবে ১৯৭৬-৭৭ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করেছিলেন। সে দিন থেকেই শুরু হয়েছিল সকল পশ্চাদমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ধ্যান-ধারণাকে পরিহার করে মুক্ত অর্থনীতির ধ্যান-ধারণায় অভিষিক্ত হয়ে অর্থনৈতিক সংস্কারের অগ্রযাত্রা। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮০ সালে অর্থমন্ত্রী হিসেবে আমি আমার প্রথম বাজেট এ মহান সংসদে পেশ করি। তখন থেকেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঃ যুগোপযোগী বাস্তবানুগ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে

বিশ্বায়িত পরিমণ্ডলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন; উদার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতি বাস্তবায়ন; অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে ক্রমান্বয়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া; সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে ক্রমাগতভাবে বাড়িয়ে টেকসই পর্যায়ে উন্নীত করা; আর্থিক ব্যবস্থা সুসংহত করা; সরকারি খাতে অপচয় ও অদক্ষতা দূর করা; জনগণের সুপ্ত কর্মক্ষমতা ও উদ্যোক্তা-সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন; নারীর ক্ষমতায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য নিরসনমুখী প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দেশবাসীকে গর্বিত স্বয়ম্ভর উন্নত বাংলাদেশ উপহার দেওয়া। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারেও এসব লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে। এলক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছি।

দর্শন ও লক্ষ্যের ধারাবাহিকতা

মাননীয় স্পীকার,

৩। বর্তমান মেয়াদসহ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (BNP) তিনটি মেয়াদে প্রায় ১৬ বছর অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক সময় জুড়ে দেশের শাসন ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিল। সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে বিএনপি-ই বাংলাদেশকে ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ থেকে সম্ভাবনাময় দেশের কাতারে নিয়ে এসেছে। আমরা যখনই ক্ষমতায় এসেছি প্রতিবারই পেয়েছি আর্থিক বিশৃঙ্খলা ও অদূরদর্শী শাসন-ব্যবস্থায় অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত এক বাংলাদেশ। প্রতিবারই কঠিন সংগ্রাম ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমরা রেখে গেছি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশ। আজকে বর্তমান মেয়াদের এ সরকারের সর্বশেষ বাজেট পেশ করার মুহূর্তে আমি বিএনপি সরকারের ৩টি মেয়াদে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা কী কী অর্জন করেছি, কী কী চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করেছি তার উপর কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

৪। আমাদের প্রথম মেয়াদে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন দেশ ছিল একদলীয় শাসনের আর দুর্ভিক্ষের কষাঘাতে অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত এক জনপদ। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা অপসারিত হয়। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সূচিত হয় আইনের শাসন। ফিরে আসে বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উৎসাহিত করেন বেসরকারি খাত ও উদ্যোগকে। উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করেন

নারীসমাজকে। প্রতিষ্ঠা করেন মহিলা বিষয়ে একটি পৃথক মন্ত্রণালয়। যুবশক্তিকে নিয়োজিত করেন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে। নিশ্চয়তা দেন সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের স্ব স্ব ধর্ম পালনের। তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামের জনগণকে সম্পৃক্ত করেন স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে। সুযোগ করে দেন প্রযুক্তির নব দিগন্ত উন্মোচনের। আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যে উদ্যোগ নেন সার্ক প্রতিষ্ঠার।

মাননীয় স্পীকার,

৫। ১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরপরই প্রেসিডেন্ট জিয়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেন। তাঁর শাসন ব্যবস্থা যেন দলীয় ও গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতার বেড়াজালে আবদ্ধ না হয় এবং তাঁর প্রশাসন যেন দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে জাতীয় স্বার্থ, রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম এবং দলমত নির্বিশেষে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে পরিচালিত হয়, সে লক্ষ্যে তিনি তাঁর মন্ত্রীদের এবং প্রশাসনকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেন। আমাদের দেশে প্রচলিত তথাকথিত গণমুখী (Populist) সস্তা রাজনীতি দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এবং দুর্নীতিমুক্ত শাসন ব্যবস্থায় পদে পদে যে বাধা সৃষ্টি করে, সে সম্পর্কে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান-এর উপলব্ধি ছিল একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কের। আমি তখন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলাম। ঐ সময় আমাকে লেখা এক পত্রে তাঁর এ উপলব্ধি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ঃ

'My dear Adviser, With the election to the Presidency and revival of political activity, it is possible that attempts are made by some political quarters to exert pressure on the Administration and try to influence decisions one way or the other. It is needless to emphasise that not only such pressures should be sternly opposed, also extreme care should be exercised that cases are decided purely on merit, and strictly according to the law and the established procedure. I also ask you to please pass on this instruction to the Secretary of your Ministry and other officers concerned.' ('প্রিয় উপদেষ্টা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ায় এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত হবার ফলে কোন কোন রাজনৈতিক মহল প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করে যে কোন ভাবেই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালাতে পারে। এটা জোর দিয়ে বলার অপেক্ষা

রাখে না যে, এ ধরণের চাপ প্রয়োগকে শুধু কঠোরভাবে বিরোধিতা করাই যথেষ্ট হবে না – এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতাও নিতে হবে, যাতে কেবল ন্যায্যতার ভিত্তিতে এবং আইন ও প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন অনুযায়ী বিবেচ্য বিষয়গুলোর উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এ নির্দেশনা আপনার মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।')

আমৃত্যু একনিষ্ঠভাবে শহীদ জিয়ার এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে এই সন্ধিক্ষণে আমি সম্মানিত সংসদ সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, আজ তাঁর শাহাদাত বরণের ২৫ বছর পর আমাদেরকে বিদেশীরা তাগিদ দিচ্ছে দুর্নীতিমুক্ত শাসন ও নিরপেক্ষ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। অথচ শহীদ জিয়া ২৮ বছর আগেই একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন (Visionary) রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে সে নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

মাননীয় স্পীকার,

৬। স্বৈরাচারের চক্রান্ত থমকে দেয় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত গণমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে। স্বৈরাচারের পৌণে নয় বছরের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় তহবিল শূন্য হয়ে পড়ে। মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় শতকরা ৯ ভাগের কাছাকাছি আর বাজেট ঘাটতি জিডিপি-র শতকরা ৭ ভাগ। উন্নয়ন বাজেট হয়ে পড়ে একশত ভাগ বিদেশী সাহায্য-নির্ভর। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তৈরি হয় চরম বিশৃঙ্খলা। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারকে মোকাবেলা করতে হয় বিরাজমান এ পরিস্থিতি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা চালু করি সংসদীয় সরকার পদ্ধতি।

৭। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করে সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয় গণশিক্ষা কার্যক্রম। সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ করা হয় শিক্ষাখাতে। তৎকালীন বিএনপি সরকারই মেয়েদের জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দেয়। প্রবর্তন করে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষাসহ অন্যান্য উপবৃত্তি (Stipend) কর্মসূচি। কৃষকদের জন্য ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণের সুদ মওকুফ করা হয়। চালু করা হয় দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ঋণদান কর্মসূচি। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের মৃত্যুর পর তাঁদের স্ত্রী এবং প্রতিবন্ধী সন্তানদের

আজীবন পেনশন প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রণীত হয় নারী ও শিশু নির্যাতন রোধের আইন।

মাননীয় স্পীকার,

৮। বিএনপি-র অর্থনৈতিক দর্শন অনুযায়ী ১৯৯১ সালে অর্থমন্ত্রী হিসাবে এই উপমহাদেশে আমিই প্রথম শুরু করি কাঠামোগত সংস্কার। অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণসমূহ ক্রমান্বয়ে শিথিল করা হয়। অনুসরণ করা হয় ব্যক্তিখাতনির্ভর রপ্তানিমুখী উন্নয়ন কৌশল। মুক্তবাজার অর্থনীতি বিকাশের সহায়ক হিসেবে ব্যাংক ও বীমা খাতকে উন্মুক্ত করা হয়। ব্যক্তিখাত বিনিয়োগের জন্য খুলে দেয়া হয় বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ খাতকেও। পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন গঠন করা হয়। অর্থনীতিকে ক্রমান্বয়ে উদার ও উন্মুক্তকরণের লক্ষ্যে শুল্ক ও কর কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয়। ১১টি শুল্ক হারকে আমরা ৭টিতে নামিয়ে আনি। রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে ঐ সময়ে যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল মূল্য সংযোজন করের প্রবর্তন। রপ্তানি, ক্ষুদ্র ও কৃষিঋণ ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে সুদের হার নির্ণয়ের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। সৃষ্টি হয় প্রতিযোগিতা, গতিময় হয় অর্থনীতি।

৯। আজ এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, গত শতাব্দীর নব্বই দশকের প্রথমার্ধে বিএনপি কর্তৃক সূচিত সংস্কার কর্মসূচির ফলেই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে, সচল হয় প্রবৃদ্ধির চাকা। ১৯৯০-৯১ সালে দেশে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭ শত ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মাত্র পাঁচ বছরে ১৯৯৫-৯৬ সালে তা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩ হাজার ৮ শত ৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। পরনির্ভরশীলতা কমে আসে। বৃদ্ধি পায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ। ১৯৯০-৯১ সালের অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রাপ্তির প্রাক্কলিত পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৫ শত ৬৩ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ সালে তা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৫ হাজার ৪ শত ৫০ কোটি টাকায়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে বিএনপি অনুসৃত নীতি অনুসরণ করলেও সংস্কার কর্মসূচির গতি ব্যাহত হয়। নব্বই দশকের শেষ ৫ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সংস্কার কর্মসূচি স্থবির হয়ে পড়ে। শ্লথ হয়ে যায় অর্থনীতির অবারিত গতি।

মাননীয় স্পীকার,

১০। ২০০১ সালে জনগণ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিএনপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান জোট সরকারকে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। এবারও জোট সরকারকে যখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়, তখন তা ছিল অত্যন্ত নাজুক এবং ভারসাম্যহীন। দেশে তখন চলছিল বল্গাহীন অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের স্বেচ্ছাচারিতা, রাজস্ব আহরণে স্থবিরতা এবং অর্থনৈতিক সংস্কারে নির্লিপ্ততা। বাজেট ঘাটতি জিডিপি-র ৬ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণের পরিমাণ ধারণক্ষম পর্যায় অতিক্রম করে জিডিপি-র প্রায় ৩ শতাংশে উন্নীত হয়। চলতি হিসাবের ভারসাম্যেও অবনতি ঘটে।

জোট সরকার সূচিত সংস্কার

মাননীয় স্পীকার,

১১। এই বিশৃঙ্খল অর্থনীতিকে সুশৃঙ্খল অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ব্যতিক্রমধর্মী 'প্রথম ১০০ দিনের কর্মসূচি' গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন সাহসী ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার কর্মসূচির সুদৃঢ় ভিত্তি। পুনরায় সূচিত হয় অর্থনীতির কাঠামোগত অসামঞ্জস্যতা দূর করার প্রয়াস। আর্থিক ও পুঁজি বাজারকে আরও দক্ষ, স্বচ্ছ ও বাজারমুখী করা হয়। সৃষ্টি করা হয় সরকারি সিকিউরিটিজের সেকেন্ডারি মার্কেট। ফিরিয়ে আনা হয় আর্থিক ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা। বাংলাদেশে প্রথমবারের মত বাস্তবায়িত হয় মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় কর্মকৃতি বাজেট (Performance Budget)। শুল্ক স্তরকে তিনটি স্তরে কমিয়ে আনাসহ সর্বোচ্চ হারও কমানো হয়। সম্পূরক করের হারকেও ছয়টি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়। আমি প্রবর্তন করি – বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ভাসমান বিনিময় হার (Floating Exchange Rate), যা ছিল একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এসকল সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে আমরা সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে প্রবৃদ্ধির গতিধারাকে লক্ষণীয়ভাবে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছি। ফলে বর্তমান অর্থ বছরে অর্জিত হতে যাচ্ছে গত ২৯ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির হার ৬.৭ শতাংশ।

জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশল

মাননীয় স্পীকার,

১২। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, 'আমাদের বিনিয়োগ হতে হবে মানব সম্পদ উন্নয়নে এবং মানুষের জন্য। লক্ষ্য রাখতে হবে, বিনিয়োগ যেন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দূষণমুক্ত পরিবেশ এবং নারী সমাজের অগ্রগতির অনুকূল হয়।' তাই, বর্তমান মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই আমরা তিনবছর মেয়াদি অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র প্রণয়নের কাজ হাতে নিই। ব্যাপক আলোচনা, মতবিনিময় এবং সমাজের বিভিন্ন সংস্থা ও গোষ্ঠীর সাথে নিবিড় পরামর্শক্রমে ইতোমধ্যেই 'Unlocking the Potential: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction' শীর্ষক পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। এই কৌশলই হচ্ছে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি।

১৩। আমাদের জাতীয় কৌশলপত্র সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের (Millennium Development Goals) সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত হয়েছে। ক্ষমতা গ্রহণের পর জোট সরকার সহস্রাব্দ ঘোষণার (Millennium Declaration) উন্নয়ন আদর্শকে সমর্থন জানিয়েছে। আপনার মাধ্যমে আমি মহান সংসদকে জানাতে চাই যে, আমরা ইতোমধ্যে সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়নের দুটো লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়েছি। দেশের ৯৭ শতাংশ শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যদিকে শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু ও অপুষ্টির হার হ্রাস এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নেও বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো

মাননীয় স্পীকার,

১৪। দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক জটিল বিষয়; চটজলদি এর পূর্ণ সমাধান দেয়া সম্ভব নয়। দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের আলোকে লক্ষ্যভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পদ বরাদ্দের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু

করেছি। সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের লক্ষ্যসমূহ অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রচলিত বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি পরিবর্তন করে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতি প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন কৌশল কার্যকর করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ প্রধান ১০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে এ পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে এ পদ্ধতি সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগে সম্প্রসারিত হবে।

১৫। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতি বাস্তবায়নে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা অসুবিধা হলেও, আমার দৃঢ় বিশ্বাস – এ পদ্ধতির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন আসবে; বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য নিরসনের অভীষ্ট লক্ষ্য, কৌশল ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে বাজেট বরাদ্দের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কারণে, সরকারি সম্পদের অধিকতর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কী ফলাফল পাওয়া গেল তা জনগণ এবং মাননীয় সংসদ সদস্যগণ জানতে পারবেন।

জেন্ডার বাজেটিং

মাননীয় স্পীকার,

১৬। ১৯৯১-৯২ সালের বাজেট বক্তৃতায় আমি উল্লেখ করেছিলাম, 'সমাজের অর্ধেক জনশক্তি অবহেলিত ও উন্নয়নের সুফল হতে বঞ্চিত হলে, সমাজের প্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। তাই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল ধারার সাথে নারী সমাজকে ক্রমান্বয়ে অধিকতর সম্পৃক্ত করতে হবে।' এ কারণে আমরা জেন্ডার বাজেটিং-এর মাধ্যমে নারীসমাজকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূলধারায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচিতে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

অর্থনৈতিক অর্জন

সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি

মাননীয় স্পীকার,

১৭। কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রম সফলভাবে গ্রহণ করার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে। আমাদের যথাযথ ও যুগোপযোগী নীতি ও কৌশলের সফল প্রয়োগের ফলে ২০০২-০৩ ও ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৩ ও ৬.৩ শতাংশে। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ২০০৪ সালের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার পরও ২০০৪-০৫ অর্থ বছরেও ৫.৯ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়। তেলের উচ্চমূল্যজনিত প্রতিকূলতা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও চলতি অর্থ বছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ৬.৭ শতাংশ এবং ম্যানুফ্যাক্চারিং শিল্প খাতে দুই অংকের (১০.৪৫ শতাংশ) প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। জাতীয় উৎপাদেও (Output) কাঠামোগত ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। মোট জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯ শতাংশে।

১৮। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে – অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ আহরণে সফলতা অর্জন। ২০০০-০১ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ছিল জিডিপি-র ১৮ শতাংশ এবং জাতীয় সঞ্চয় ২২.৪ শতাংশ। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে তা বেড়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ২০.৩ ও ২৬.৬ শতাংশে। ২০০১-০২ অর্থ বছর হতে ২০০৪-০৫ অর্থ বছর পর্যন্ত ৪ বছরে বেসরকারি খাতে মোট বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ২২৫ হাজার কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী ৫ বছরে ছিল প্রায় ১৬৬ হাজার কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত বিনিয়োগসহ বর্তমান সরকারের ৫ বছরে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হবে।

টেকসই রাজস্ব নীতি

মাননীয় স্পীকার,

১৯। সুষ্ঠু সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বিচক্ষণ রাজস্ব নীতি অনুসরণের ফলে প্রকৃত বাজেট ঘাটতি জিডিপি-র ৩.৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। সরকার কার্যত উচ্চমূল্যে সরবরাহ ঋণ (suppliers' credit) গ্রহণ না করে সহজ শর্তে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণও জিডিপি-র ২ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখে। ফলে, মোট ঋণের স্থিতি গত পাঁচ বছরে জিডিপি-র শতাংশ হিসেবে বাড়েনি, বরং ৫১ শতাংশ থেকে কমে জিডিপি-র ৪৮ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। অনেকের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, চলতি অর্থ

বছরে ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে সরকার কর্তৃক অতিমাত্রায় ঋণ গ্রহণের ফলে ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে। প্রকৃত সত্য হলো এই যে, চলতি অর্থ বছরে মে ২৩ তারিখ পর্যন্ত সরকার ঋণ গ্রহণ করেছে মাত্র ৬৮৮ কোটি টাকা। তবে, জ্বালানি তেলের উচ্চ আমদানি মূল্যের কারণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে (বিপিসি) ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বাড়াতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে এবং মার্চ, ২০০৬ পর্যন্ত শিল্প ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০ শতাংশ।

সহায়ক মুদ্রানীতি

২০। বিগত সরকারের শেষ বছরে মুদ্রা (Broad money) সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় ১৭ শতাংশ। আমরা বিকাশমান সামষ্টিক অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রবৃদ্ধি-সহায়ক পরিমিত সঙ্কুলানমুখী মুদ্রানীতি গ্রহণ করি। মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় বার্ষিক মূল্যস্ফীতি চলতি অর্থ বছরের প্রথমদিকে ৭ শতাংশে পৌঁছায়। প্রকৃতপক্ষে, উচ্চমূল্যে দ্রব্যাদি আমদানির সাথে সাথে এই মূল্যস্ফীতিও আমরা আমদানি করেছি। তবে, বিচক্ষণ সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে মূল্যস্ফীতির চাপ অনেকটা প্রশমিত হয়েছে। মার্চ, ২০০৬-এ মূল্যস্ফীতি নেমে এসেছে ৬.২ শতাংশে। সুদের হার কিছুটা বেড়েছে। ব্যক্তিখাতে অতিরিক্ত অনুৎপাদনশীল ঋণ গ্রহণের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। প্রশমিত হয়েছে বিনিময় হারের উপর চাপ।

বৈদেশিক খাত

মাননীয় স্পীকার,

২১। বর্তমান সরকার এমন এক সময়ে ক্ষমতা গ্রহণ করে, যখন বিশ্ব অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা থেকে উদ্ভূত মন্দা চলছিল। এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিও বাদ যায়নি। দেশের রপ্তানি আয় কমে যায়। রেমিটেন্সের প্রবাহ হ্রাস পায়। বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবে ঘাটতি জিডিপি-র ২ শতাংশের উপরে উঠে যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার দ্রুত রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণে ও রপ্তানি খাতে সহজশর্তে ঋণসহ অন্যান্য প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে, পরবর্তী বছরগুলোতে রপ্তানি আয় দ্রুত বাড়তে থাকে। এমনকি সকল আশঙ্কাকে ভুল

প্রমাণ করে কোটামুক্ত বিশ্বে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এ বছরের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মার্চ, ২০০৬ পর্যন্ত রপ্তানি আয় হয়েছে ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেশি। এ ধারা অব্যাহত থাকলে বর্তমান অর্থ বছরের শেষে রপ্তানি আয় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৭০ হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করবে, যা ২০০০-০১ সালে ছিল মাত্র ৩৪ হাজার ৮ শত কোটি টাকা। রপ্তানির এই প্রবৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে তৈরী পোষাক শিল্পে বিরাজমান সাময়িক অস্থিরতা, কর্মরত শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে, দলমত নির্বিশেষে কঠোরভাবে প্রতিহত করতে হবে।

২২। বর্তমান সরকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রণোদনা (Incentive) প্রবর্তন, Money Laundering Prevention Act প্রণয়ন ও হুন্ডিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রেমিটেন্স প্রবাহ গত ৫ বছরে অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সময়ে গড়ে রেমিটেন্সের পরিমাণও বৃদ্ধি পায় ২০ শতাংশ। চলতি অর্থ বছরেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং এপ্রিল, ২০০৬ পর্যন্ত রেমিটেন্স এসেছে ৩.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত বছরের একই সময়ে আগত রেমিটেন্সের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি। রেমিটেন্স প্রবাহ এ বছরের শেষে ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করবে বলে আশা করা যাচ্ছে, যা ২০০০-০১ সালে ছিল মাত্র ১.৯ বিলিয়ন।

২৩। গত ৫ বছরের মোট আমদানির ৪২ শতাংশই ব্যয়িত হয়েছে কাঁচামাল আমদানিতে এবং ২৪ শতাংশ ব্যয়িত হয়েছে অন্তবর্তী পণ্য এবং মূলধন-যন্ত্রপাতি আমদানিতে। কাজেই এ সময়ে আমদানি ছিল শিল্পায়ন ও প্রবৃদ্ধি সহায়ক। বর্তমান সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে অধিকাংশ বছরেই চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকে। চলতি অর্থ বছরের মার্চ, ২০০৬ পর্যন্ত চলতি ভারসাম্যে প্রায় ২৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত রয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতির দক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে ফেব্রুয়ারি, ২০০৪-এ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ বেড়ে ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। বর্তমানেও তা ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উপরে রয়েছে; জোট সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সময় এই রিজার্ভ ছিল মাত্র ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন – আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধির জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর বহির্বাণিজ্যে অকল্পনীয় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এ অবস্থায়, বিশেষকরে ভাসমান মুদ্রা ব্যবস্থায়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা অপরিহার্য – তা না হলে,

টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হবে না এবং টাকার অবমূল্যায়নের ফলে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

২০০৫-০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট

মাননীয় স্পীকার,

২৪। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের মূল বাজেটে মোট রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৫ হাজার ৭ শত ২২ কোটি টাকা। জনসাধারণের অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করে কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের শুল্ক হ্রাস করার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত বাজেটে তা প্রস্তাব করা হচ্ছে ৪৪ হাজার ৮ শত ৬৮ কোটি টাকা, যা জিডিপি-র ১০.৮ শতাংশ। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয়সহ মোট ব্যয়ের বাজেট ধরা হয়েছিল ৬৪ হাজার ৩ শত ৮৩ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে তা দাঁড়িয়েছে ৬১ হাজার ৫৮ কোটি টাকা, যা জিডিপি-র ১৪.৭ শতাংশ। মূল বাজেটে অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৮ হাজার ৮২ কোটি টাকা। নতুন জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলসহ বিভিন্ন আমদানিযোগ্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপ থাকা সত্ত্বেও সর্বোচ্চ আর্থিক শৃঙ্খলা, অপচয়মূলক ব্যয় পরিহার করে কঠিন কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে অনুন্নয়ন ব্যয় মূল বাজেটের বরাদ্দ সীমার মধ্যে রেখে ৩৭ হাজার ৫৭ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। মূল বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ধরা হয়েছিল ২৪ হাজার ৫ শত কোটি টাকা। বেশকিছু নিম্ন অগ্রাধিকারসম্পন্ন প্রকল্পের ব্যয় সংকোচন, অপচয়মূলক ব্যয় হ্রাস এবং কতিপয় প্রকল্পে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি ও ব্যবহারে ধীরগতির কারণে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে ২১ হাজার ৫ শত কোটি টাকায়, যা গত অর্থ বছরের এডিপির প্রকৃত ব্যয়ের চেয়ে ১৬ শতাংশ বেশি।

২৫। বর্তমান অর্থ বছরকে নির্বাচনী বছর হিসেবে আখ্যায়িত করে এ বছর সরকারের ব্যয়, বিশেষ করে অনুন্নয়ন ব্যয়, বাজেটের নির্ধারিত বরাদ্দের চেয়ে অনেক বেশি হবে এবং বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি পাবে বলে কিছু মহল অপপ্রচার চালিয়ে আসছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাজেট ঘাটতি মূল বাজেটে প্রক্ষেপিত ৪.৫ শতাংশের স্থলে সংশোধিত বাজেটে ৩.৯ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ বিগত সরকার তাদের শেষ বছরে অর্থাৎ ২০০০-০১ অর্থ বছরে কেবলমাত্র নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক কারণে আর্থিক শৃঙ্খলার কোন তোয়াক্কা না করে মূল বাজেট বরাদ্দ

থেকে প্রায় ১৪ শত কোটি টাকা বেশি খরচ করে দেশকে এক নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের বাজেট

মাননীয় স্পীকার,

২৬। আমি এখন আগামী ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। এ বাজেটটি আমরা প্রণয়ন করলেও এর বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে তিনটি সরকার। আমাদের বর্তমান সরকার, কেয়ারটেকার সরকার এবং আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে আসা নতুন সরকার। এ বিষয়টিকে মনে রেখে নিছক দলীয় রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়নকালে আমি বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ করেছি। আলাপ হয়েছে মাননীয় মন্ত্রিগণ ও বিরোধীদলের সদস্যসহ সংসদ সদস্যবৃন্দের সাথে; মতামত বিনিময় করেছি দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, প্রাক্তন সচিব, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের সদস্যদের সাথে। তাঁদের মূল্যবান মতামত যতদূর সম্ভব প্রস্তাবিত বাজেটে প্রতিফলিত করেছি। তাঁদের সবাইকে বাজেট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান মতামত প্রদান করে আমাকে সহায়তা দানের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

প্রস্তাবিত বাজেটের মৌল ভিত্তি

মাননীয় স্পীকার,

২৭। দারিদ্র্য নিরসনই আমাদের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। দারিদ্র্য নিরসন কৌশলে নির্ধারিত বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (MDGs) পৌঁছানোই আমাদের আগামী অর্থ বছরের বাজেটের মৌল ভিত্তি। এর জন্য আমরা যে বাজেট কৌশল অনুসরণ করেছি, তা হলোঃ যে মজবুত সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ইতোমধ্যে আমরা অর্জন করেছি তাকে অব্যাহত সংস্কারের মাধ্যমে আরও সুসংহত করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করা; কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে মানব উন্নয়ন সূচকের (HDI) অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখা; সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social Safety

Nets) কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করা; যথাযথ রাজস্ব ও মুদ্রানীতি অনুসরণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত খাতের উদ্যোগ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা; ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সুশাসনের মাধ্যমে ব্যবসার ব্যয় (Cost of doing business) হ্রাস করা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি এবং সরকারি ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এ বছরের বাজেট বরাদ্দে এ কৌশলগুলির যথাযথ প্রতিফলন হয়েছে।

২৮। এই বাজেট প্রণীত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই ও সচল রাখার প্রয়োজনকে সামনে রেখে। এ কারণে প্রস্তাবিত বাজেট ঘাটতি প্রক্ষেপিত জিডিপি-র মাত্র ৩.৭ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। যদিও মানব সম্পদ, ভৌত কাঠামো ও দারিদ্র্য নিরসনমূলক কর্মসূচিতে যুক্তিসঙ্গত বরাদ্দ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। অনুৎপাদনশীল ব্যয় কমানো ও ব্যয় কাঠামোকে অগ্রাধিকারভিত্তিক করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির জন্য মোট সম্পদের ৫৬.৩ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান সরকার বেসরকারি খাত নির্ভর যে উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করছে, তার সাথেও প্রস্তাবিত রাজস্ব অবস্থান (fiscal stance) সঙ্গতিপূর্ণ। কাঠামোগত সামঞ্জস্যতা বিধানের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে তেজীভাব থাকবে; অর্থনীতি অভিঘাত সহনশীল (resilient) হবে এবং প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছবে। সংস্কারমূলক মুদ্রানীতির কারণে মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের নীচে নেমে আসবে।

২০০৬-০৭ অর্থ বছরের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো

মাননীয় স্পীকার,

২৯। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৫২ হাজার ৫ শত ৪২ কোটি টাকা, যা প্রক্ষেপিত জিডিপি-র ১১.৩ শতাংশ। ২০০৫-০৬-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় এ লক্ষ্যমাত্রা ১৭ শতাংশ বেশি। অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন নিয়ে প্রস্তাবিত বাজেটের ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৯ হাজার ৭ শত ৪০ কোটি টাকা, যা প্রক্ষেপিত জিডিপি-র ১৫ শতাংশ। এর মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ৪২ হাজার ২ শত ৮৬ কোটি টাকা, যা এ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেশি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার প্রস্তাব করা হয়েছে ২৬ হাজার কোটি টাকা, যা প্রক্ষেপিত জিডিপি-র ৫.৬ শতাংশ এবং চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট থেকে ২১ শতাংশ

বেশি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাইরেও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি এবং রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়িত কর্মসংস্থান সৃজন ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে যথাক্রমে ৪৮১ কোটি ও ১,৯৮২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে আগামী অর্থ বছরের বাজেটে মোট উন্নয়নমূলক প্রস্তাবিত ব্যয় ২৮ হাজার ৪ শত ৬৩ কোটি টাকা। এটা প্রক্ষেপিত জিডিপি-র ৬.১ শতাংশ। এই প্রস্তাবিত উন্নয়নমূলক ব্যয় সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি। আমাদের অর্থনৈতিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক অবকাঠামো খাতে মোট বাজেটের ৪৩ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সামাজিক অবকাঠামো

মানব সম্পদ উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার,

৩০। মানব সম্পদের উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু এবং তাকে টেকসই করার প্রাথমিক শর্ত। এ কারণে গত অর্থ বছরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নে মোট বাজেটের ২২ শতাংশ অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করেছিলাম। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অর্জিত সাফল্যের কারণে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে মধ্যম পর্যায়ের দেশ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। আগামী বছরে এই খাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ২৩ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিক্ষা

প্রথমিক ও গণশিক্ষা

৩১। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ J. Maurice Clark বলেছেন 'Knowledge is the only instrument of product that is not subject to diminishing returns.' (জ্ঞানই উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ যার প্রতিদান ক্রমহ্রাসমান নয়।) এ কারণেই আমরা শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে আসছি। প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত মানোয়ন্ননের লক্ষ্যে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ বছর মেয়াদি ২য় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ৩ হাজার ৩ শত ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতি বছর দেশের প্রায় ৫৫ লক্ষ

ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি (Stipend) প্রদান করা হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে বিদ্যালয়সমূহের শূন্যপদে প্রায় ৫ হাজার প্রধান শিক্ষক ও ৫২ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রায় ৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ এবং ৫ হাজার বিদ্যালয় মেরামত করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা-শিক্ষকের অনুপাতের হার ৪৪ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া ঝরে-পড়া ও স্কুল-বহির্ভূত শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন' (ROSC) শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হবার কারণে রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্য কোন আয়ের উৎস নেই। তাই, এসব বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের দুর্দশার কথা বিবেচনা করে তাঁদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধিকল্পে আগামী ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের বাজেটে অতিরিক্ত ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

নারী শিক্ষার উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার,

৩২। প্রথমে মাধ্যমিক ও পরবর্তীতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রবর্তিত 'ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচি' এবং 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি' – এদুটি উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি, দাতা গোষ্ঠীর বিরোধিতা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অকুণ্ঠ সমর্থনে, আমি অর্থমন্ত্রী হিসাবে আমাদের গত মেয়াদে প্রবর্তন করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করি। পরবর্তীকালে এ কার্যক্রমে আমাদের প্রাথমিক সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে দাতাগোষ্ঠীরাও সম্পৃক্ত হয়। আমি মনে করি – এ দুটি কর্মসূচি বিএনপি সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হবে। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসাবে এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে যেসব কর্মসূচির সূচনা ও বাস্তবায়ন করেছি, তার মধ্যে এ দুটি কর্মসূচি আমার অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ের সবচেয়ে সার্থক অর্জন। বর্তমানে উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ ছাত্রীকে উপবৃত্তি, পরীক্ষার ফি, টিউশন ফি প্রদান করা হচ্ছে। এসব পদক্ষেপের কারণে ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে – যা বাল্যবিবাহ রোধ, প্রজনন হার হ্রাস ও প্রজনন বিরতি বৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা রাখছে।

বৃত্তি

৩৩। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাবিকাশকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আমরা গত পাঁচ বছরে প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক স্তরে টেলেন্টপুল ও সাধারণ বৃত্তির সংখ্যা এবং বৃত্তির হার

উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছি। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তির সংখ্যা প্রায় ৮৫ হাজারে উন্নীত করে এ খাতে ৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে মোট বৃত্তির সংখ্যা ১ লক্ষ ১ হাজারে উন্নীত করে এ খাতে ৫২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মেধার বিকাশ উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন বৃত্তি (স্কলারশীপ) প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে।

কারিগরি শিক্ষা

৩৪। দেশের যুবশক্তিকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, গুণগত মান উন্নয়ন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। মেয়েদের জন্য উপযোগী ট্রেড কোর্সও চালু করা হয়েছে। শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ৩টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষা

৩৫। উন্নয়নের গতিধারাকে টেকসই করার জন্য যে জ্ঞান-ভিত্তি প্রয়োজন তা নির্মাণে উচ্চশিক্ষার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে ১২টি পুরনো জেলা শহরে ১টি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় পাঠদান কার্যক্রম শুরু করেছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাশাপাশি এ পর্যন্ত ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

মাননীয় স্পীকার,

৩৬। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব বিবেচনা করে ইতোমধ্যেই এ খাতকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে 'ই-গভার্নেন্স' (e-governance) চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে – যাতে করে জনসাধারণ সহজে অনলাইন সার্ভিস পেতে পারে।

৩৭। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে মোট ৯ হাজার ৬ শত ৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। আগামী ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে এ খাতে মোট ১১ হাজার ৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ২০ শতাংশ বেশি।

স্বাস্থ্য

মাননীয় স্পীকার,

৩৮। স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ ও সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি ‘স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কৌশলগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা’-র আওতায় ‘স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি প্রস্তাব’ প্রণয়ন করা হয়েছে। সাত বছর মেয়াদি (২০০৩-১০) এ কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৩২ হাজার ৪ শত ৫০ কোটি টাকা। গত পাঁচ বছরে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৬ হাজার। রেজিস্টার্ড ডাক্তারের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১০ হাজার এবং রেজিস্টার্ড নার্স ৫ হাজার। বর্তমানে ১০৫টি উপজেলায় ২৩ হাজারের বেশি সামাজিক পুষ্টিকেন্দ্রের মাধ্যমে ২ কোটি ৯০ লক্ষ লোককে বহুমাত্রিক খাদ্য পুষ্টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০০০ সালে শিশু মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ৬৬.৩। বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫-তে। মাতৃ মৃত্যুর হার কমেছে প্রতি হাজারে ৩.২ থেকে ৩.১-এ। মানুষের গড় আয়ু ২০০০ সনের ৬১ থেকে ৬৪ বছরে উন্নীত হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দ গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ খাতে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে মোট ৪ হাজার ২ শত ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। আগামী ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের বাজেটে এ খাতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে মোট ৪ হাজার ৭ শত ৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি, যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট থেকে ১৬ শতাংশ বেশি।

মহিলা ও শিশু

মাননীয় স্পীকার,

৩৯। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বাজেট প্রক্রিয়াকে জেন্ডারনির্ভর করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী ও শিশুদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অধিকতর সম্পৃক্ত করছে; চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট ৬৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। আগামী অর্থ বছরে এ বাবদ উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে ৭৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প

মাননীয় স্পীকার,

৪০। সরকার কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দের পাশাপাশি কৃষিঋণ বিতরণ ও ভর্তুকির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করেছে; বাড়িয়েছে কৃষি-গবেষণা খাতে বরাদ্দ; প্রদান করেছে বিভিন্ন প্রণোদনা (Incentive)। বিগত সরকারের সর্বশেষ বাজেটে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ ছিল মাত্র ১০০ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের বাজেটে কৃষি ভর্তুকি ও কৃষি পুনর্বাসন বাবদ সরকার ১,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরেও এ বাবদ ১,২০০ কোটি টাকা এবং কৃষি-গবেষণা খাতে ২৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। চলতি অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২ হাজার ২ শত ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। আগামী ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে ৩ হাজার ১ শত ৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের বাজেট থেকে ৪২ শতাংশ বেশি।

পানি সম্পদ

মাননীয় স্পীকার,

৪১। আমরা সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানি সম্পদের কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার নিশ্চিত করে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও পরিবেশ অনুকূল উন্নয়নের প্রয়াস অব্যাহত

রেখেছি। এলক্ষ্যে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে মোট ১ হাজার ৪ শত ৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দ ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে প্রস্তাবিত বরাদ্দের তুলনায় ৩৩৫ কোটি টাকা বেশি।

মৎস্য ও পশুসম্পদ

৪২। বাংলাদেশে মৎস্য চাষ ও পশু পালন অ-খামার উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে খামার-নির্ভর বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে আগামী অর্থ বছরে ৫৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দ ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট হতে ৩৬ শতাংশ বেশি।

পরিবেশ

৪৩। দেশের পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারসহ টু-স্ট্রোক থ্রি হুইলার, ২০ বছরের অধিক পুরনো বিভিন্ন ধরণের বাস, ট্যাক্সি ও ২৫ বছরের অধিক পুরনো ট্রাক, লরি, ভ্যান নিষিদ্ধ করে। দেশের নদীসমূহ যেন শিল্পদূষণ থেকে রক্ষা পায়, সেজন্য তরল বর্জ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রালয়ের অনুকূলে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের জন্য সর্বমোট ২৪২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

মাননীয় স্পীকার,

৪৪। দেশে ব্যক্তিখাত বিকাশে, উদ্যোক্তা উন্নয়নে, মানব উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনে এবং পল্লী ও শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সেক্টরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঋণ বাজারে সীমিত প্রবেশাধিকার এবং অর্থায়নের উচ্চ ব্যয় এ খাত বিকাশের প্রধান অন্তরায়। এ পরিস্থিতিতে ঃ

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ১০০ কোটি টাকার একটি **পুনঃ অর্থায়ন স্কীম** গ্রহণ করেছে। এ স্কীমে

বিশ্বব্যাংক ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যোগান দিবে। এ পর্যন্ত পুনঃ অর্থায়ন সুবিধার আওতায় প্রায় ৩ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেছে।

- কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণভিত্তিক শিল্প ও সফ্‌টওয়্যার শিল্প বিকাশের জন্য ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে **সমমূলধন উন্নয়ন তহবিলে** ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ তহবিল হতে এ পর্যন্ত ২১২টি প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়েছে। আগামী ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে এ তহবিলে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।
- কৃষিভিত্তিক খামার ও শিল্প গড়ে তোলার জন্য **কৃষিভিত্তিক শিল্প সহায়তা** কার্যক্রমে চলতি অর্থ বছরে ৪০ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আগামী ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে এ বাবদ ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলহানি এবং বিভিন্ন মহামারীজনিত রোগে ক্ষুদ্র খামারীগণ প্রায়শ সর্বস্বান্ত হয়ে থাকেন। এ সকল ক্ষেত্রে বীমা পদ্ধতি যথাযথভাবে কার্যকর না থাকায় ক্ষুদ্র কৃষক ও খামারিদের দুর্দশা লাঘবের বিকল্প কোন ব্যবস্থা থাকে না। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে **দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও ক্ষুদ্র খামারিদের সহায়তা তহবিল** নামে একটি নতুন তহবিল গঠন করে আগামী ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে এ তহবিলে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও গ্রামীণ অবকাঠামো

মাননীয় স্পীকার,

৪৫। আমরা গত পাঁচ বছর গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি। ২০০১-০২ হতে ২০০৫-০৬ অর্থ বছর পর্যন্ত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক ২০ হাজার কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ২৮ হাজার কিলোমিটার মাটির রাস্তা নির্মাণ ও পুনর্বাসন করা হয়েছে। তৈরী করা হয়েছে ২৪৩ কিলোমিটার ব্রীজ ও কালভার্ট। উন্নয়ন করা হয়েছে ৭৪৪টি গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজারের। এছাড়াও, বাজেটের মাধ্যমে সরাসরি থোক বরাদ্দ দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে

বিশ্ব ব্যাংক সরকারের সাথে যোগ দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর মাঝে কর্মকৃতিভিত্তিক বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা রেখে 'লোকাল গভার্নেন্স সাপোর্ট' প্রকল্প গ্রহণে সম্মত হয়েছে। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ৬ হাজার ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে আমি এ খাতে ৬ হাজার ৪ শত ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ

মাননীয় স্পীকার,

৪৬। বাংলাদেশের অসহায় সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবন-ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে আমরা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করেছি নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি (Safety Nets)।

- **বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির** আওতায় ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ভাতার হার ১৮০ টাকায় নির্ধারণ এবং উপকারভোগীর সংখ্যাও ১৫ লক্ষে উন্নীত করা হয়। আগামী ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ভাতার হার ২০০ টাকায় নির্ধারণ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ১৬ লক্ষে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।
- একইভাবে **বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচির** আওতায় ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ভাতার হার ১৮০ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ২৫ হাজারে উন্নীত করা হয়। আগামী অর্থ বছরে ভাতার হার ২০০ টাকায় নির্ধারণ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৫০ হাজারে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।
- সমাজের নির্যাতিত ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়কবলিত জনগোষ্ঠীর দুঃখ-কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে আমরা ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে **'এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন'** ও **'প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা'** নামে দুটি কার্যক্রম চালু করি। আগামী ২০০৬-০৭ অর্থ বছরেও এ দু'টি কার্যক্রমে যথাক্রমে ১০ কোটি এবং ৩০ কোটি টাকা মোট ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।
- **অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা** কর্মসূচির আওতায় ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ভাতা গ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৭০ হাজারে

উন্নীত করা হয়। আগামী অর্থ বছরে ভাতা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৭০ হাজার থেকে ১ লাখে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

- চলতি অর্থ বছরে সম্পূর্ণভাবে **অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জীবনধারণের সহায়তা** দানের উদ্দেশ্যে মাসিক ২০০ টাকা হারে ১ লক্ষ ৪ হাজার প্রতিবন্ধীকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে এবং এখাতে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ কার্যক্রমে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৬০ হাজার বাড়িয়ে আগামী বছরের বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ ৪০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।
- প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে (বিশেষ করে মঙ্গা এলাকায়) সৃষ্ট সাময়িক বেকারত্ব মোচন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন বাজেটে ৫০ কোটি টাকার **'সাময়িক বেকারত্ব মোচন তহবিল'** নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। আগামী ২০০৬-০৭ অর্থ বছরেও এ তহবিলের জন্য ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।
- ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে প্রবর্তিত **স্বেচ্ছাবসর/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান**-এর জন্য গঠিত তহবিলে আগামী অর্থ বছরে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।
- ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে তৈরী পোষাক শিল্পে শ্রমিক কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের জন্য **তৈরী পোষাক শিল্পে শ্রমিক কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল** গঠন করে এ তহবিলে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।
- দেশের গৃহহীন, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত, বিশেষ করে গ্রামীণ পরিবারের আবাসন সমস্যা নিরসনে পরিচালিত **বাস্তুহারা গৃহায়ণ তহবিলে** ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৭। এসব কর্মসূচির বাইরে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে **গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (টিআর), কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (কাবিখা), খয়রাতি সাহায্য (জিআর), ভিজিএফ ও ভিজিডি** বাবদ ১০ লক্ষ ৫৭ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। **প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা**র জন্য গতবছরের ন্যায় এবারও খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

মাননীয় স্পীকার,

৪৮। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উন্নয়ন বাজেটের বাইরে অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায়ও বেশ কয়েকটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য আগামী অর্থ বছরেও আমি **পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের** অনুকূলে সৃষ্ট ক্ষুদ্রঋণ তহবিলে আরো ১৪৮ কোটি টাকা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

৪৯। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) ২২৫টি ছোট-বড় সহযোগী এনজিও-র মাধ্যমে **দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ** করছে যাদের অধিকাংশই মহিলা। আগামী অর্থ বছরেও এ কার্যক্রমের জন্য **২১৭** কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এছাড়াও, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত **'অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ তহবিল'**-এ আগামী ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে আরো **১০০** কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে তহবিলের পরিমাণ **২৬৭** কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। **পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা** প্রদানের উদ্দেশ্যে আগামী অর্থ বছরে এ বাবদ বরাদ্দ আরো **১০০** কোটি টাকা বৃদ্ধি করে **১৫০** কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। পল্লী অঞ্চলে সামাজিক খাতসমূহের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গঠিত **'এনজিও ফাউন্ডেশন'**-এর অনুকূলে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে আরও **২৫** কোটি টাকা অনুদান প্রদান করে তাদের আয়-বিধায়ক তহবিলকে (Endowment Fund) **১২৫** কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

ভৌত অবকাঠামো

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ

মাননীয় স্পীকার,

৫০। এনার্জি উৎপাদন ও তার ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে অনুসন্ধান, উৎপাদন ও

সঞ্চালন সংক্রান্ত মোট ২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে এবং আমাদের প্রতিবেশীসহ পৃথিবীর সকল দেশ ইতোমধ্যে তেলের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। আমদানি মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রির কারণে তেল আমদানিকারক একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-র ক্ষতি দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে ব্যাংকের নিকট দেনা গত এপ্রিল মাসের শেষে ১০ হাজার ৫ শত কোটি টাকার উর্ধ্বে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের তারল্যের উপর অসহনীয় চাপ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি বাজেট থেকে ব্যাংকসমূহকে অর্থ দিয়ে আমরা এ সংকট সাময়িকভাবে মোকাবেলা করেছি। তবে, আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে জ্বালানি তেলের মূল্যের সমন্বয় না হবার ফলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কঠিন হুমকির সম্মুখীন। এ ব্যাপারে কালক্ষেপণ না করে আমাদেরকে বাস্তবতার নিরিখে মূল্য সমন্বয় করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। বাজেট প্রণয়নকালে আমি এ বিষয়ে দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ী এবং সুধিসমাজের সাথে আলোচনা করেছি। তাঁরা সকলেই তেলের মূল্য বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা ও অনিবার্যতা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

বিদ্যুৎ

মাননীয় স্পীকার,

৫১। উৎপাদনের চেয়ে চাহিদার বৃদ্ধি দ্রুততর হবার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় জনসংখ্যা ২৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছেঃ

- পুরাতন বিদ্যুৎ প্লান্টগুলো মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য অনুন্নয়ন বাজেট হতে ১০০ কোটি টাকার একটি **বিদ্যুৎ পুনর্বাসন কর্মসূচি** গ্রহণ করা হয়েছে। এ বাবদ ২০০৬-০৭ অর্থ বছরেও অনুন্নয়ন বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।
- বিদ্যুতের উৎপাদন, সংঞ্চালন ও বিতরণ পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২টি নতুন প্রকল্পসহ মোট ৫২টি প্রকল্পের জন্য ৩,৫৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

- যে সকল এলাকায় জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত সেসব এলাকায় সৌর-বিদ্যুৎসহ অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি সরবরাহে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে **'নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন তহবিল'** গঠন করে উক্ত তহবিলে আগামী অর্থ বছরে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

উপযুক্ত বিদ্যুৎ অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন। তাই, সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

৫২। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় মিলে আগামী ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে এ খাতে ৪ হাজার ২ শত ৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ১৪ শতাংশ বেশি।

যোগাযোগ

মাননীয় স্পীকার,

৫৩। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিগত ২০০১-০২ অর্থ বছর থেকে ২০০৫-০৬ অর্থ বছর পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে মোট ৩ হাজার ৫৬ কিলোমিটার নতুন সড়ক, ২৪টি বড় সেতুসহ ১৪ হাজার ২ শত ৯ মিটার দীর্ঘ সেতু এবং ৩ হাজার ৪ শত ৯ মিটার কালভার্ট নির্মিত হয়েছে। একই সময়ে সড়ক মেরামত করা হয়েছে ৪ হাজার ২ শত কিলোমিটার। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতুর বিস্তারিত সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, ২০০৮-০৯ সাল নাগাদ পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করা যাবে।

৫৪। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় মিলে মোট ৪ হাজার ৮ শত ৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে আমি ৫ হাজার ৩ শত ৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

টেলিযোগাযোগ

মাননীয় স্পীকার,

৫৫। আমি আনন্দের সাথে এই মহান সংসদকে অবহিত করতে চাই গত পাঁচ বছরে মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য টেলিফোন সুবিধা সম্প্রসারণের ফলে টেলিফোন ব্যবহারকারীর ঘনত্ব (teledensity) প্রতি ১০০ জনে ১ থেকে বেড়ে ৯-এ উন্নীত হয়েছে। সাব-মেরিন ক্যাবেলের মাধ্যমে বাংলাদেশকে গ্লোবাল ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১ হাজার ৪ শত ২৬ কোটি টাকা। এ বরাদ্দ ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ১ হাজার ৫ শত ৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

উন্নয়ন ও সুশাসন

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন

মাননীয় স্পীকার,

৫৬। সরকারের বিনিয়োগকৃত প্রতিটি টাকার যথাযথ মূল্য (value for money) পাওয়ার লক্ষ্যে ‘সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল’ ও ‘অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়াল’ নামে দুটি ম্যানুয়্যাল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মূল সরকারি হিসাবের অধীনে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ভিত্তিক মাসিক ও বার্ষিক আর্থিক বিবরণী (Financial Statement) প্রণয়ন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নগদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সরকারের ঋণ কার্যক্রম হতে পৃথক করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৫৭। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে প্রবর্তন করা হয় ‘সরকারি ক্রয় প্রবিধানমালা’। এ প্রবিধানমালাকে আন্তর্জাতিক নিয়ম-পদ্ধতির নিরিখে সরকারি ক্রয় আইনে পরিণত করার লক্ষ্যে একটি বিল ইতোমধ্যেই জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে।

৫৮। কর প্রশাসনের স্বচ্ছতা, ন্যায়ানুগ আচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর ন্যায়পাল আইন, ২০০৫ জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়েছে। কর ন্যায়পাল (Tax Ombudsman) নিয়োগের প্রক্রিয়া ও তাঁর অফিস স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। এ বছরের জুলাই মাস থেকে কর ন্যায়পাল ও তাঁর অফিস কাজ শুরু করবে।

আইন ও সুশাসন

মাননীয় স্পীকার,

৫৯। বর্তমান সরকার বিচার কার্যক্রম পরিচালনা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির লক্ষ্যে বিদ্যমান ফৌজদারি এবং দেওয়ানি বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য এ পর্যন্ত প্রায় দেড় শতাধিক আইন প্রণয়ন করেছে। অধিকাংশ পুরনো আইন সংস্কার করা হয়েছে। দ্রুত-বিচার ট্রাইব্যুনাল আইনের আওতায় চাঞ্চল্যকর মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করাসহ উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে প্রশংসনীয় নজির সৃষ্টি হয়েছে। ভূমি প্রশাসনে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশন আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, তামাদি আইনের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করা হয়েছে।

৬০। অপরাধীদের কঠোর হস্তে দমন করার লক্ষ্যে মনিটরিং সেল ও আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। র‌্যাব, কোবরা, চিতা বাহিনী এবং হাইওয়ে পুলিশ গঠন করে অপরাধ দমনে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত নিষিদ্ধ ঘোষিত জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) দলের দলনেতা উপনেতাসহ শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ৫ বছরে আমরা এ বাবদ বরাদ্দ গড়ে ১৪ শতাংশ বাড়িয়েছি। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলে এ বরাদ্দ আমি ৩ হাজার ৩ শত ৭৮ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৬১। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর 'অর্থনৈতিক কূটনীতি'-কে পররাষ্ট্রনীতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে জোর দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সার্কের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে। এ সময়ে দক্ষিণ এশীয় মুক্ত-

বাণিজ্য এলাকা (সাফটা) সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামী ১লা জুলাই, ২০০৬ থেকে চুক্তির বাস্তবায়ন আরম্ভ হবে।

৬২। আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর আধুনিকায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে প্রতিরক্ষা বাহিনী ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে। এযাবত আমাদের সশস্ত্রবাহিনী ২৮টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছে এবং বর্তমানে ১২টি শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত রয়েছে। গত বছর এ বাবদ ৮ শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জিত হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে তা বেড়ে ১ হাজার ৫ শত কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

বিনিয়োগ ও আর্থিক সুশাসন

মাননীয় স্পীকার,

৬৩। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন ও কয়েক বছর পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে আমাদের ব্যাংকিং খাতসহ সার্বিক আর্থিক খাতে সংস্কারমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং তা আরও ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের আর্থ-কাঠামো (Financial Structure)-কে বিনিয়োগ সহায়ক করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, বাংলাদেশ ব্যাংকস (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার ও ব্যাংকিং কোম্পানীজ এ্যাক্ট সংশোধন করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধান ক্ষমতা আরো সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী হয়েছে।

৬৪। অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পখাতে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা আনতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ঋণ প্রদান গত ৫ বছরে গড়ে ৩০ শতাংশ বেড়েছে। ২০০০-০১ অর্থ বছরে যেখানে মেয়াদি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৫৮ কোটি টাকা, ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে তা প্রায় ৩ গুণ বেড়ে ৮ হাজার ৭ শত কোটি টাকায় দাঁড়ায়। চলতি অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত মেয়াদি ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকায়।

৬৫। সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিবিড় তত্ত্বাবধানের কারণে খেলাপি ঋণ আদায়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ফলে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের হার ক্রমান্বয়ে

হ্রাস পাচ্ছে। ২০০০ সালে খেলাপি ঋণের হার ছিল প্রায় ৩৫ শতাংশ। ২০০৬ সালের মার্চে এ হার ১৫ শতাংশের কাছাকাছি নেমে এসেছে।

৬৬। বর্তমান সরকারের কর্মমেয়াদে বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে। ২০০5 সালে প্রকৃত বৈদেশিক বিনিয়োগ ৮ শত মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়। এ বছর উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মাইক্রোসফ্ট, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ধাবী গ্রুপ, সিংগাপুরের সিংটেল প্রমুখ। তাছাড়া ভারতের টাটা গ্রুপ, জাপানের টরে গ্রুপ এবং বিভিন্ন দেশের প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাবনা রয়েছে।

৬৭। ১৯৮০ সালে চট্টগ্রাম ইপিজেড এবং ১৯৯১ সালে ঢাকা ইপিজেড স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। সে উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে আরো ৪টি ইপিজেড স্থাপন করা হয়। বর্তমান সরকার বন্ধ হয়ে যাওয়া চট্টগ্রাম ষ্টীল মিলকে কর্ণফুলী ইপিজেড এবং আদমজী জুট মিলসকে আদমজী ইপিজেড-এ রূপান্তর করে। ইপিজেডসমূহে বর্তমানে ২৩৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত আছে।

কর ও শুল্ক কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার,

৬৮। আমি এতক্ষণ বর্তমান জোট সরকারের নীতি ও কৌশলের আলোকে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের বাজেটে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাত ভিত্তিক সম্পদ বরাদ্দ তথা ব্যয়ের প্রস্তাবাবলী মহান সংসদে উপস্থাপন করেছি। এখন আমি প্রস্তাবিত ব্যয় সংকুলানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে রাজস্ব কার্যক্রম উল্লেখ করব। তার আগে জোট সরকারের শেষ বাজেট পেশ করার প্রাক্কালে বিগত বাজেট সমহে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে চাই।

জনাব স্পীকার,

৬৯। এ মহান সংসদে ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি উল্লেখ করেছিলাম, "অর্থনীতির নিজস্ব স্বার্থেই অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহকে জোরদার করতে হবে"। আরও বলেছিলাম, "রাজনৈতিক সদি"ছা থাকলে এবং সঠিক ভাবে কৌশল

নির্ধারণে সক্ষম হলে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আশানুরূপ সম্পদ সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়।” আমার বিগত ১১টি বাজেটের প্রতিটিতে আমি অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের জন্য জোর প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। ফলে ১৯৮০-৮১ অর্থ বছরে যেখানে মোট কর-রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ১,৭২৩ কোটি টাকা তা ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯,৯০২ কোটি টাকা।

জনাব স্পীকার,

৭০। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়াসে আমি যথে”ছ করহার বাড়িয়ে জনগণকে জর্জরিত করিনি। রুদ্ধ করিনি সম্ভাবনাময় কৃষির বিকাশ, শিল্পের প্রবৃদ্ধি ও বাণিজ্যের প্রসার। সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কেবল করহার বৃদ্ধির দর্শনে আমি বিশ্বাসী নই। রাজস্ব বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আমি সর্বদা কর প্রশাসনের আধুনিকায়নের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং কর ব্যবস্থার পদ্ধতিগত সংস্কারের প্রতি অধিকতর গুর“ত্ব আরোপ করেছি। গত বছর বাজেট উপস্থাপন কালে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের সংস্কারের উদ্দ্যেশ্যে Strategic Development Plan গ্রহণের কথা বলেছিলাম। এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আধুনিকায়নের কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বোর্ডকে functional line এর ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা হচ্ছে এবং বোর্ড সদস্যদের কার্যবন্টন তারই আলোকে বিভাজন করা হচ্ছে। বোর্ড সদস্যদের এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় উপদেষ্টাগণ সহায়তা প্রদান করবেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি অডিট সেল গঠন করা হয়েছে এবং এ সেলে ইতোমধ্যে একজন আন্তর্জাতিক অডিট উপদেষ্টা কাজ করছেন। আরো একজন করে Change Manager, মানব সম্পদ উন্নয়ন উপদেষ্টা ও তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে। আয়কর ও মূল্য সংযোজন করের জন্য ইতোপূর্বে গঠিত পৃথক দুটি বৃহৎ করদাতা ইউনিট (Large Tax-payers Unit) এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল তাদের কার্যক্রমে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। গোয়েন্দা সেল ইতোমধ্যে অনেক করফাঁকি উদঘাটন ও ফাঁকিকৃত কর আদায়ে সফলতা অর্জন করেছে। অচিরেই চট্টগ্রামে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের শাখা চালু করা হবে। রপ্তানি ও আমদানি কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য চট্টগ্রাম কাষ্টম হাউজকে বিভাজন করে রপ্তানি ও আমদানির জন্য পৃথক দু’টি কাস্টম হাউজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অচিরেই এদের কার্যক্রম শুরু হবে। চট্টগ্রাম, ঢাকা ও বেনাপোল কাস্টম হাউসে প্রবর্তিত Automated System of Customs Data এর উন্নত ভার্সন ASYCUDA + + ও Direct Traders Input (DTI) শুল্কায়ন কার্যক্রমকে

সহজ, নির্ভরযোগ্য ও গতিশীল করেছে। এর ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্বিক কার্যক্রমে গুণগত উন্নতি সাধিত হবে।

জনাব স্পীকার,

৭১। আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের প্রধান উৎস কর-রাজস্ব হলেও আমাদের কর জিডিপি অনুপাত খুবই কম। এ কর-জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধির বিষয়ে ১৯৮০-৮১ সালের আমার প্রথম বাজেট থেকেই অগ্রাধিকার দিয়ে আসছি। ১৯৯১ সালে এরই ধারাবাহিকতায় আমি সর্বাধুনিক মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার প্রবর্তন করি। এ জন্য আমাকে অনেক সমালোচনার মুখো-মুখী হতে হলেও কালক্রমে প্রমাণিত হয়েছে, আমার এ পদক্ষেপ ছিল দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, যুগোপযোগী ও যুগান্তকারী।

৭২। শুধু মল্য সংযোজন কর পদ্ধতি প্রণয়নই নয়, প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রেও আমি ১৯৯১-৯৫ এবং ২০০২-০৬ অর্থ বছরগুলোতে নানাবিধ রাজস্ব অনুকূল কার্যক্রম গ্রহণ করেছি যেমন, স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ণ দাখিল ও ৪ স্তর বিশিষ্ট করহার প্রবর্তন, সর্বোচ্চ আয়করের হার হ্রাস, সরকারী কর্মকর্তাগণের আয়কর রিটার্ণ দাখিল বাধ্যতামলক করা, আয়কর রিটার্ণের সাথে জীবনযাত্রা সম্পর্কিত তথ্য দাখিলের বিধান, উৎসে কর কর্তনের আওতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। এসব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রত্যক্ষ করের আওতা সম্প্রসারিত হয়েছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আয়কর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে আমদানি পর্যায়ে আহরিত রাজস্বের উপর আমাদের চিরাচরিত নির্ভরতা প্রত্যক্ষ করের উপর স্থানান্তরিত (shift) হচ্ছে যা একটি শুভ লক্ষণ।

জনাব স্পীকার,

৭৩। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকারের দায়িত্ব গ্রহণকালে আমদানি পর্যায়ে উচ্চ ও বহুবিধ শুল্কহার বিদ্যমান ছিল এবং সাথে আরোপিত ছিল নানা প্রকারের চার্জ, লেভি ও ফি। এ কারণে অনুপার্জিত মুনাফা, রপ্তানি বৈরিতা, চোরাচালান, রাজস্বফাঁকি ও হয়রানির সুযোগ সৃষ্টি হয়। জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ এ শুল্ক কাঠামোকে পুনর্বিন্যাস ও যৌক্তিকীকরণের জন্য ১৯৯১-৯৬ মেয়াদে আমি শুল্কের উ"চহার ও শুল্ক স্তর হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করি। তবে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ মেয়াদে এ উদ্যোগে ভাটা পড়ে এবং এ সময়ে নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্য নির্বিশেষে ৩১ টি বিভিন্ন হারের সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা

হয়। এর ফলে স্থানীয় শিল্প হয় ক্ষতিগ্রস্থ, বিদেশী বিনিয়োগ নির"ৎসাহিত এবং বৃদ্ধি পায় চোরাচালান ও হুন্ডি ব্যবসা ।

৭৪। আমি ২০০১ সালে অর্থ মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েই পুনরায় ধারাবাহিকভাবে শুল্ক কাঠামো পুনর্বিন্যাস ও যৌক্তিকীকরণের কার্যক্রম শুরু করি। ফলে শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি, মধ্যবর্তী পণ্য ও তৈরী পণ্যের জন্য ৪ স্তরের শুল্কহার এবং সাধারণ বিলাস পণ্যের উপর ৩ স্তরের সম্পূরক শুল্ক সম্বলিত একটি পরিচ্ছন্ন শুল্ক কাঠামো প্রবর্তিত হয়। ফলে শিল্পের কাঁচামাল ও মলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি অতীতের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায় এবং শিল্প উৎপাদনে দ্রুত অগ্রগতি অর্জিত হয়। এর ইতিবাচক প্রভাবে মল্য সংযোজন কর ও আয়কর আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। শুল্ক হার ও এর স্তর কমানোর কারণে আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব হ্রাস পাওয়া সত্বেও মোট রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭৫। চলতি অর্থ বছরে জিডিপি'র ৬.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন বস্তুত বিগত বছরগুলোতে আমাদের যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের সামগ্রিক ও অনিবার্য ফল। এতে আমরা আত্মতুষ্ট নই, তবে অনুপ্রাণিত। অনুপ্রাণিত চিত্তে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটেও অতীতের ন্যায় আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও আয়করের ক্ষেত্রে সময়ের দাবী অনুযায়ী সাহসী ও জনকল্যাণমলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস এসব কার্যক্রম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হার আরও তরান্বিত করে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে এখন আমি মহান সংসদে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাভূক্ত রাজস্ব কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রস্তাবসমহ পেশ করছি।

প্রত্যক্ষ কর

জনাব স্পীকার,

৭৬। মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আমদানি নির্ভর রাজস্ব উৎস ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হচ্ছে। তাই রাজস্ব আহরণে আয়কর ও মূল্য সংযোজন করের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। জোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বিগত চারটি বাজেটে আয়কর প্রশাসনে গতি সঞ্চার, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, কর ভিত্তি সম্প্রসারণ, কর মামলার নিষ্পত্তির বিষয়ে বহুমাত্রিক সংস্কার,

বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি, কৃষিজাত শিল্পের বিকাশ এবং রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নানামুখী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ২০০১-০২ অর্থ বছরে আয়কর আদায়ের পরিমাণ ৩,৭৮৯ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ৬,৯৬০ কোটি টাকায় উন্নীত হবে বলে আশা করি। এতে দেখা যায় আয়কর থেকে বিগত পাঁচ বছরে রাজস্ব আদায় প্রায় দ্বিগুনের কাছাকাছি বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান সরকারের বিগত চার বছরে আয়কর আইনে গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এখন আমি মহান সংসদে আয়কর সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কতিপয় প্রস্তাব উপস্থাপন করছি।

৭৭। ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের জন্য ২০০৭-০৮ কর বছরে ২০০৬-০৭ এর জন্য নির্ধারিত করমুক্ত আয়ের সীমা ও স্তর এবং আয়করের হার অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি। তবে যে সকল করদাতা সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ হারে কর প্রদান করেন তাদেরকে ২০০৭-০৮ করবছরে ১০ শতাংশের অধিক আয়ের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ হারে কর রেয়াত প্রদানের প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট-ক**)। এছাড়া কোম্পানীর কর হার ২০০৬-০৭ কর বছরের ন্যায় অপরিবর্তিত রাখারও প্রস্তাব করছি।

৭৮। দেশের কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, পাট ও বস্ত্র শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে আগামী ৩০শে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত যথাক্রমে কর অব্যাহতি ও কর রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এ অব্যাহতি ও রেয়াত সুবিধা আগামী ৩০শে জুন ২০০৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

৭৯। Diamond cutting এবং polishing বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় রপ্তানি শিল্প হিসাবে বিকাশের সম্ভবনা রয়েছে। বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ শিল্পের ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত আয়কর ১৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৮০। আয়কর আইনের প্রয়োগ সহজ ও সময়োপযোগী করার জন্য আমি এখন আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে কতিপয় ধারার সংযোজন ও সংশোধনীর প্রস্তাব করছি ঃ

(১) কোম্পানীর জন্য perquisite খাতে অনুমোদনযোগ্য খরচ ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধিসহ ইনসেনটিভ বোনাস, প্রভিডেন্ড ফান্ড, পেনশন ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি ফান্ড বা সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ডে নিয়োগকারীর প্রদত্ত চাঁদা perquisite এর সংজ্ঞাভূক্ত না করার প্রস্তাব করছি।

(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত নতুন যন্ত্রপাতির উপর প্রথম বছরই ১০০ ভাগ accelerated depreciation allowance অনুমোদনের পরিবর্তে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রথম ৩ বছরে যথাক্রমে ৫০, ৩০ ও ২০ শতাংশ হারে accelerated depreciation allowance অনুমোদনের প্রস্তাব করছি।

(৩) চাকুরীজীবীদের বেতন খাতে আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে নগদ যাতায়াত ভাতা হিসাবে প্রাপ্ত কর অব্যাহতির বাৎসরিক সীমা ১২ হাজার টাকা থেকে ১৮ হাজার টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

(৪) মাসিক ১৫ হাজার টাকা বা তার উর্ধ্বে বেতনপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদত্ত অর্থ ব্যাংক চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ না করা হলে নিয়োগকারীর এরূপ খরচ আয়কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য খরচ বিবেচনা না করার প্রস্তাব করছি।

(৫) প্রাইভেট বা নন-লিষ্টেড কোম্পানীতে পরিচালকদের বিনিয়োগকৃত অর্থ ব্যাংক চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ না করা হলে, এরূপ বিনিয়োগ কোম্পানীর করযোগ্য আয় হিসাবে গণ্য করার প্রস্তাব করছি।

(৬) আয়কর উপদেষ্টাকে Authorised Person হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য নিবন্ধিত যে কোন Taxes Bar Association এর সদস্য পদ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপের প্রস্তাব করছি।

(৭) আয়কর রেয়াতের জন্য অনুমোদিত বিনিয়োগের পরিমাণ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় নির্বিশেষে ২ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

(৮) স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতির আওতায় ব্যবসার প্রথম বছরে ন্যূনতম ১৫ শতাংশ আয় প্রদর্শনের বিধান পরিবর্তন করে ২৫ শতাংশ আয় প্রদর্শনের বিধান করার প্রস্তাব করছি। পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে উক্ত মূলধন হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা আরোপেরও প্রস্তাব করছি।

(৯) বাংলাদেশের নাগরিক নন এরূপ নিবাসী ব্যক্তির বিদেশ থেকে আনীত অর্থের উপর প্রদত্ত কর অব্যাহতির সুবিধা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

(১০) ঢাকার গুলশান, বনানী, বারিধারা, ধানমন্ডি, ডিওএইচএস ইত্যাদি এবং চট্টগ্রামের খুলশী ও পাঁচলাইশ অভিজাত এলাকার জন্য বাড়ী ও ফ্ল্যাট ক্রয় বা নির্মাণে বিনিয়োগ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 19B ধারায় অনধিক ২০০ বর্গমিটার প্লিন্থ (Plinth) এরিয়ার বাড়ী বা ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটার ৩০০/- টাকায় এবং ২০০ বর্গমিটারের অধিক বাড়ী বা ফ্ল্যাটের জন্য ৫০০/- টাকায় পূন:নির্ধারণ এবং অন্যান্য এলাকার জন্য বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি।

(১১) জমি ক্রয়ের জন্য আয়কর অধ্যাদেশের 19BB ধারায় করের হার ৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৭.৫ শতাংশ পুনঃ নির্ধারণ ও এ সুবিধা দেশের সকল এলাকার জন্য প্রযোজ্য করা এবং 19BBB ধারায় গাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ করের হার ৫ ও ৭.৫ শতাংশ থেকে যথাক্রমে ১০ ও ১৫ শতাংশে পুনঃ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

(১২) রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রদত্ত নগদ আর্থিক সহায়তা রপ্তানিকারকের নীট প্রাপ্তি বিধায় প্রাপ্ত নগদ রপ্তানি সহায়তার উপর ৫ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তন এবং একে চূড়ান্ত করদায় হিসাবে গণ্য করার প্রস্তাব করছি।

(১৩) সকল অনিবাসী ক্যুরিয়ার সার্ভিস কোম্পানীর জন্য তাদের মোট প্রাপ্তির উপর ৫ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তন এবং একে চূড়ান্ত করদায় হিসাবে গণ্য করার প্রস্তাব করছি।

(১৪) ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের জন্য পরিশোধিত বিলের উপর ৩ শতাংশ হারে অগ্রীম আয়কর আদায়ের প্রস্তাব করছি।

(১৫) কোম্পানীর জন্য লাভ-ক্ষতি নির্বিশেষে ন্যূনতম ৫,০০০/- টাকা অথবা টার্ণওভারের ০.৫ শতাংশ এর মধ্যে যেটি বেশী তা আয়কর হিসাবে প্রদানের বিধান করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৮১। গত কয়েক বছর আপীল মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির সময়সীমা অনেকাংশে হ্রাস করা হয়েছে। আপীল নিষ্পত্তির দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অনেক সময় সম্মানিত করদাতাগণ ন্যায় বিচার হতে বঞ্চিত হন এবং একই সাথে সরকারের রাজস্ব আদায়ও বিলম্বিত হয়। তাই আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপীল আবেদন দাখিল ও নিষ্পত্তি এবং ট্রাইব্যুনালে মামলা নিষ্পত্তির বর্তমান সময়সীমা যৌক্তিকভাবে হ্রাস করার প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট-ক-১**)।

পরোক্ষ কর

মাননীয় স্পীকার,

৮২। গত কয়েক বছরে পর্যায়ক্রমে আমদানি শুল্কহার ও শুল্ক স্তর সুষমকরণের মাধ্যমে আমদানি শুল্ক চারটি হারে যথাঃ শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি শূন্য ও ৬ শতাংশ, মধ্যবর্তী পণ্য ১৩ শতাংশ এবং তৈরী পণ্য ২৫ শতাংশে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আমি চার স্তর বিশিষ্ট শুল্কের এই কাঠামো এবং সর্বোচ্চ শুল্ক হার ২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রেখে মধ্যবর্তী ও নিম্ন শুল্ক হার যথাক্রমে ১২ ও ৫ শতাংশে হ্রাস করার প্রস্তাব করছি। একইভাবে সম্পূরক শুল্কের ক্ষেত্রে স্তরের সংখ্যা অপরিবর্তিত রেখে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে ২০ শতাংশ ও ৩৫ শতাংশ শুল্ক হারকে কমিয়ে যথাক্রমে ১৫ শতাংশ ও ২৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। আশা করি সংস্কারমূলক এই পদক্ষেপ স্থানীয় শিল্প বিকাশে সহায়ক হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

৮৩। আমাদের শিল্প-উদ্যোক্তারা স্থানীয় বাজারে প্রতিযোগী পণ্যের (Competing Goods) আমদানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে dumping এবং undervaluation এর বিষয়টি উল্লেখ করে থাকেন। এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান অত্যন্ত পরিস্কার। WTO এর নীতিমালার আলোকে শুল্ক আইনে Anti-dumping Duty বা Countervailing Duty আরোপের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন অনেক পূর্বেই করা হয়েছে। শিল্প-উদ্যোক্তাগণ উপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ এগিয়ে এলে সরকার যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে এ আশ্বাস আমি পূনর্ব্যক্ত করছি। আমি আশা করব ব্যবসায়ী ও শিল্প-উদ্যোক্তাগণ এখন থেকে এ কৌশল অবলম্বন করে দেশজ শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে এগিয়ে আসবেন।

৮৪। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের অবদান বিবেচনা করে কৃষি-বীজ, সার, মূলধনী যন্ত্রপাতি, ড্রাম সিডার এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণকে পর্যায়ক্রমে আমদানি পর্যায়ে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এ সুবিধা অব্যাহত রাখাসহ এর পরিসর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সকল প্রকার হাইব্রীড ধানবীজের উপর থেকে আমদানি পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়ন সার-চার্জ (IDSC) প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৮৫। নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের বাজার মূল্য দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে কতিপয় পণ্যের আমদানি শুল্কহার সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। বর্তমানে রসুন, হলুদ, মরিচ ও আদার আমদানি পর্যায়ে মোট করভার ২০ শতাংশ এবং পিঁয়াজ, ছোলা ডাল ও মটর ডালের মোট করভার ১৩ শতাংশ। উল্লিখিত নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের আমদানি পর্যায়ে মোট করভার চাল এবং মসুর ডালের ন্যায় ৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির মূল্য অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ বাজারে চিনির মূল্য স্থিতিশীল রাখা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ভোক্তা সাধারণ, স্থানীয় চিনি শিল্প, চিনিশিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিক এবং আখ চাষীদের সমন্বিত স্বার্থের কথা বিবেচনা করে আমদানি পর্যায়ে চিনির উপর বর্তমানে প্রযোজ্য মোট করভার ৪৩.৭৫ শতাংশের পরিবর্তে টনপ্রতি চিনির উপর মাত্র ৫,০০০/- টাকা Specific Duty আরোপের প্রস্তাব করছি। এর ফলে প্রতি মেঃ টন চিনির মূল্য প্রায় ৬,০০০/- টাকা হ্রাস পাবে (**পরিশিষ্ট-খ**)। আমি আশা করি এর ফলে চিনির বাজার মূল্য স্থিতিশীল হবে, স্থানীয় চিনি শিল্প ও আখ চাষীদের স্বার্থও একই সাথে সংরক্ষিত হবে। এখানে উল্লেখ করতে চাই, শুল্ক হ্রাস দ্রব্য মূল্য কমানোর একমাত্র হাতিয়ার নয়। অতি মুনাফার প্রলোভন, দুর্নীতি, পদে পদে পরিবহণ চাঁদাবাজি ইত্যাদি পরিহার না করলে এবং মজুত ব্যবস্থাপনা এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক তত্ত্বাবধানের উন্নয়ন করতে না পারলে শুল্কহ্রাসের প্রভাব দ্রব্য মূল্য হ্রাসে তেমন কোন ফলপ্রসু অবদান রাখতে পারবে না।

৮৬। হাঁস, মুরগী ও গবাদি পশুর খামারের প্রসারকে অধিকতর উৎসাহ প্রদানের জন্য পোল্ট্রী ফিড তৈরীর মূলধনী যন্ত্রপাতির সমুদয় আমদানি শুল্ক ও কর মুক্ত করার এবং শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রাপ্ত ডেইরী ও পোল্ট্রী শিল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণের উপর থেকে অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

৮৭। বিকাশমান প্লাস্টিক ও মেলামাইন শিল্পকে অধিকতর প্রতিযোগী করার লক্ষ্যে উভয় শিল্পের কতিপয় মৌলিক কাঁচামালের শুল্ক হার ১৩ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, দেশীয় প্লাস্টিক শিল্পের প্রতিরক্ষণের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত পণ্যের সাথে দেশে উৎপাদিত পণ্যকে অধিকতর প্রতিযোগিতায় সক্ষম করার জন্য Stopper, Lid, Cap ইত্যাদির আমদানি শুল্ক ১৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট-খ-১**)। একই বিবেচনায় মুদ্রিত Plastic Sheet সহ অন্যান্য ছাপানো প্লাষ্টিকের সম্পূরক শুল্ক হার সুষমকরণের প্রস্তাব করছি।

৮৮। স্থানীয় ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই শিল্পে ব্যবহৃত Diodes, Transistors, Semi-conductor device এবং Compressor এর উপর প্রযোজ্য ১৩ শতাংশ আমদানি শুল্ক হ্রাস করে ৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। একই লক্ষ্যে অনুর্ধ্ব 2000 VA ক্ষমতা সম্পন্ন UPS/IPS এর বিশেষ রেয়াতী সুবিধা প্রত্যাহারেরও প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৮৯। তৈরী পোশাক, টেক্সটাইল, হোসিয়ারী, লেবেল এবং টেরিটাওয়েল শিল্পে ব্যবহৃত কতিপয় যন্ত্রাংশ এবং Waste Water Treatment Plant এর উপর আরোপিত সমুদয় শুল্ক-কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, হোসিয়ারী শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল Synthetic Filament Tow এর উপর থেকে IDSC ব্যতিরেকে সকল প্রকার শুল্ক-কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

৯০। রিকন্ডিশন্ড গাড়ী শুল্কায়নে প্রদত্ত অবচয় সুবিধা ১৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২০ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

৯১। পরিবেশ অনুকূল সৌরবিদ্যুৎ এর খরচ অপেক্ষাকৃত কম এবং প্রত্যন্ত ও পল্লী অঞ্চলে সহজেই এ প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব বিবেচনায় ২০০৪ সালে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে এ শিল্পের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশকে আমদানি পর্যায়ে সকল প্রকার শুল্ক-কর মওকুফ সুবিধা দেয়া হয়। ইতোমধ্যে সৌরবিদ্যুৎ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত solar photovoltaic panel or module এর উপর হতে সকল প্রকার শুল্ক ও কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

৯২। স্থানীয় কাগজ শিল্প ও মুদ্রণ শিল্পের প্রতিরক্ষণের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত পণ্যের সাথে দেশে উৎপাদিত পণ্যকে অধিকতর প্রতিযোগিতায় সক্ষম করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য Advertising materials, Commercial Catalogues এবং অন্যান্য ছাপানো সামগ্রীর উপর ১৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট-খ-২**)।

৯৩। সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সেলুলার মোবাইল টেলিফোন সেটের মূল্য নির্বিশেষে শুল্ক-কর আমদানি পর্যায়ে ৩০০ টাকা থেকে ২০০ টাকায় হ্রাস করার প্রস্তাব করছি। অনুরূপ সেলুলার ফিক্সড অয়্যারলেস টেলিফোন সেটের উপরও একই হারে শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক

মাননীয় স্পীকার,

৯৪। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মূল্য সংযোজন কর অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহে ক্রমান্বয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। চলতি অর্থ বছরে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর আদায়ের পরিমাণ ১১,০০০ কোটিতে পৌঁছুবে বলে আশা করছি। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাকে আরো আধুনিক, উন্নত, স্বচ্ছ ও সহজ করার লক্ষ্যে আমি মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও এর বিধিমালায় কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব অর্থ বিলে সংযোজন করার প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট-গ**)।

মাননীয় স্পীকার,

৯৫। মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার দ্রুততর নিস্পত্তির লক্ষ্যে মূসক আপীল কমিশনারেট বা আপীলাত ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত মামলা নিস্পত্তির সময়সীমা এক বছর থেকে কমিয়ে নয় মাস করার প্রস্তাব করছি। মূল্য সংযোজন কর আইনে কর ফাঁকির অপরাধের জন্য প্রদেয় করের সমপরিমাণ থেকে আড়াই গুণ পর্যন্ত অর্থদন্ড আরোপের বিধান রয়েছে। ফলে কম গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের জন্যও প্রদেয় করের সমপরিমাণ অর্থদন্ড আরোপ বাধ্যতামূলক। বিচার নিস্পত্তি দ্রুত করার পাশাপাশি উচচহারে জরিমানা থেকে অব্যাহতি প্রদানের উদ্দেশ্যে কর ফাঁকির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন অর্থদন্ড প্রদেয় করের সমপরিমাণ এর স্থলে অর্ধেক এবং সর্বোচচ আড়াই গুণ এর স্থলে সর্বোচচ দুই গুণ করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া লঘু অনিয়মের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন জরিমানা ১০,০০০ টাকা

থেকে হ্রাস করে ৫,০০০ টাকা এবং কিছুটা গুরুতর অনিয়মের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন জরিমানা ২৫,০০০ টাকা থেকে হ্রাস করে ১০,০০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৯৬। দেশের দুগ্ধ শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে আড়াই কেজির উর্ধ্বে প্যাকেটের গুড়া দুধের উপর থেকে সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন আরো তরান্বিত করা ও এই সেবা জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রতিটি সেলুলার মোবাইল ফোন সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে আরোপিত কর ৯০০ টাকা থেকে হ্রাস করে ৮০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। একই সাথে সেলুলার ফিক্সড ওয়্যারলেস টেলিফোন সংযোগের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ৮০০ টাকা কর আরোপের প্রস্তাব করছি।

৯৭। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর করদাতাদের মধ্যে অধিকতর সমতা বিধানের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন সংস্থা, গ্রাফিক ডিজাইনার ও সাদাকালো ফটো স্টুডিও প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান কর অব্যাহতি প্রত্যাহার এবং আবাসিক হোটেল, ডেকোরেটর, ক্যাটারার, কম্যুনিটি সেন্টার, বিউটি পার্লার, শিপিং এজেন্ট, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস ও রেলওয়ে সার্ভিস ও উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে টার্ণওভার সুবিধা প্রত্যাহার করে এই সকল সেবা টার্ণওভার নির্বিশেষে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৯৮। চলতি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় রাজস্ব আহরণের মূল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৩৫,৬৫২ কোটি টাকা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বছর শেষে রাজস্ব আয় ৩৪,৪৫৬ কোটি টাকা হতে পারে। চলতি বছরের রাজস্ব আদায়ের গতি প্রকৃতি এবং আগামী বছরের সম্ভাবনা মল্যায়ন করে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪১,০৫৫ কোটি টাকা। এতে আয়কর ৮,৫০০, আমদানী শুল্ক ৯,৪৮৫, মূল্য সংযোজন কর ২২,৬১৫ এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক ৪৫৫ কোটি টাকা হবে বলে আশা করছি। প্রস্তাবিত বাজেটে গৃহীত কার্যক্রম সমহ বাস্তবায়িত হলে প্রস্তাবিত এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে আমি আশা করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৯৯। আমি দুঃখের সাথে বলতে চাই, মামলা মোকদ্দমার আধিক্য, মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব এবং আইনি জটিলতার জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ করতে না পারার কারণে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও রাজস্ব আদায়সহ সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এত প্রচেষ্টার পরেও রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। আমি সম্মানিত সংসদ সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, আপনারা যদি এ ব্যাপারে আইন সংস্কারের পদক্ষেপ না নেন তাহলে শত চেষ্টা সত্ত্বেও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং আদায়যোগ্য কোটি কোটি টাকা রাজস্ব কালক্ষেপণ প্রক্রিয়া ও আইনের জটিল বেড়াজালে আটকে থাকবে বছরের পর বছর। ফলে একবিংশ শতাব্দির আর্ন্তজাতিক প্রতিযোগিতা মূলক অর্থনৈতিক পরিবেশে আমাদের রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে না।

মাননীয় স্পীকার,

১০০। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, প্রস্তাবিত ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের বাজেট প্রণীত হয়েছে মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি ও শিল্পের বিকাশ এবং ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন করে জনকল্যাণ বৃদ্ধি এবং স্বয়ম্ভর ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে। বাজেট প্রণয়নকালে আমরা পরিচালিত হয়েছি বিদ্যমান বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা দ্বারা। গত পাঁচ বছরে সরকার রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ বৈশ্বিক মন্দা, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও তেলের উচ্চমূল্যজনিত আঘাত মোকাবেলা করেছে। এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার যে সাফল্য অর্জন করেছে তা অনন্য। বিশেষত টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নসহ সার্বিক সামাজিক খাত উন্নয়নে সরকারের সাফল্য দেশে ও বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়েছে। তবে, আমাদের সামনে রয়েছে বহুবিধ চ্যালেঞ্জ। তেলের উচ্চমূল্যজনিত নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন, দ্রুত দারিদ্র নিরসন, টেকসই উন্নয়ন, অধিকতর অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নয়ন- এসব চ্যালেঞ্জ জাতি হিসেবে আমাদেরকে সফলভাবে মোকাবেলা অবশ্যই করতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে উন্নয়নের পথে। এ প্রয়াসে আমাদের ব্যর্থ হবার কোন সুযোগ নেই।

মাননীয় স্পীকার,

১০১। গত পাঁচ বছরে সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ বৈশ্বিক মন্দা, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন ও তেলের উচ্চমূল্যজনিত বহিঃ অভিঘাত মোকাবেলা করেছে। এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার যে সাফল্য অর্জন করেছে তা অনন্য। তবে, আমাদের সামনে রয়েছে বহুবিধ চ্যালেঞ্জ। তেলের উচ্চমূল্যজনিত নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন, দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন, টেকসই উন্নয়ন, অধিকতর অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নয়ন - এসব চ্যালেঞ্জ জাতি হিসেবে আমাদেরকে সফলভাবে মোকাবেলা অবশ্যই করতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে উন্নয়নের পথে। এ প্রয়াসে আমাদের ব্যর্থ হবার কোন সুযোগ নেই।

মাননীয় স্পীকার,

১০২। বাংলাদেশ এখন আশা এবং সম্ভাবনার এক দেশ। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে এক সময় তলাবিহীন ঝুড়ি বা Bottomless Basket বলে আখ্যায়িত করা হতো। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Goldman Sachs এক গবেষণা প্রতিবেদনে BRICs-ভুক্ত চারটি দেশের (ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া ও চায়না) বাইরে ২০৫০ সালের মধ্যে যে সম্ভাব্য ১১টি দেশ বিশ্ব মানচিত্রে শক্তিশালী অর্থনীতি হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশকে তাদের মধ্যে অন্যতম বলে চিহ্নিত করেছে। Goldman Sachs-এর মতো অনেকেই এখন বাংলাদেশের অমিত সম্ভাবনার কথা বলছেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অনুকরণের জন্য অন্যান্য দেশকে পরামর্শ দিচ্ছেন। সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের লক্ষ্যে আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে আমরা এই আস্থা অর্জন করতে পেরেছি। এই অসামান্য অর্জন এবং অমিত সম্ভাবনার উপর আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। প্রত্যয়ী হতে হবে নিজেদের শক্তি সম্পর্কে। সহনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থেকে উৎসারিত ঐক্যের মেলবন্ধন রচনা করে আমাদেরকে দারিদ্র্যের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এমন এক সামাজিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে পুরস্কৃত হবে সুকৃতি, ধিকৃত হবে দুষ্কৃতি। রাজনীতি হবে আদর্শের, যুক্তির, ঐক্যের ও কল্যাণের।

মাননীয় স্পীকার,

১০৩। অর্থমন্ত্রী হিসাবে এই মহান সংসদে জীবনের দ্বাদশ বাজেট উপস্থাপন আমি এই আহ্বানের মাধ্যমে ইতি টানতে চাই, “আসুন, আমরা সবাই মিলে অমিত সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যাই এবং আমাদের এই প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠা করি শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনূকুল পরিবেশ”। এই অভিযাত্রায় মহান আল্লাহ তায়া’লা আমাদের সহায় হউন।

আল্লাহাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

পরিশিষ্ট - 'ক'

ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাদের আয়কর হার

কর বৎসর ২০০৭-২০০৮

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ১,২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ---	শূন্য
(খ) পরবর্তী ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০ শতাংশ
(গ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫ শতাংশ
(ঘ) পরবর্তী ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	২০ শতাংশ
(ঙ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর -------------------------	২৫ শতাংশ

তবে শর্ত থাকে যে, ন্যূনতম করের পরিমাণ ১,৮০০/- টাকার কম হবে না।

যে সকল করদাতা ২০০৬-২০০৭ করবর্ষে সর্বোচ্চ ২৫% হারে কর প্রদান করেছেন, তাঁরা ২০০৭-২০০৮ করবর্ষে কমপক্ষে ১০% অধিক হারে আয় প্রদর্শন করলে সেক্ষেত্রে প্রদর্শিত অতিরিক্ত আয়ের জন্য পরিশোধিত করের উপর ১০% কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন।

পরিশিষ্ট - 'ক-১'

বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপীল আবেদন দাখিল ও নিষ্পত্তির সময়সীমা হ্রাস সংক্রান্ত প্রস্তাবঃ

(ক) উপকর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে করদাতা কর্তৃক আপীল দায়েরের সময়সীমা ৬০ দিন থেকে হ্রাস করে ৪৫ দিন নির্ধারণ।

(খ) উপকর কমিশনার বা যুগ্মকর কমিশানারের আদেশের বিরুদ্ধে করদাতা কর্তৃক কর কমিশনারের নিকট রিভিশন মামলা দায়েরের সময়সীমা ৯০ দিন থেকে হ্রাস করে ৬০ দিন নির্ধারণ।

(গ) আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা ৬ মাস থেকে হ্রাস করে ৪ মাস নির্ধারণ।

(ঘ) গ্র্যাচুয়িটি ফান্ডের অনুমোদনের সময়সীমা ৬ মাস থেকে হ্রাস করে ৪ মাস নির্ধারণ।

পরিশিষ্ট - 'খ'

যে সকল **H.S.Code** এর শুল্কহার **(CD)** হ্রাস করা হয়েছে ঃ

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
1.	0703.20.20	Garlic	13%	5%
2.	0904.20.10	Dried chillis	13%	5%
3.	0910.10.20	Ginger	13%	5%
4.	0910.30.20	Turmaric	13%	5%
5.	2836.20.00	Disodium carbonate	13%	5%
6.	2836.60.00	Barium carbonate	13%	5%
7.	2839.90.10	Zirconium Silicate	13%	5%
8.	2839.90.90	Silicates; commercial alkali metal silicates. Other	13%	5%
9.	3402.11.10	Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA)	25%	12%
10.	3405.90.20	Polishes and other preparations used in the finishing (including electro-plating) of metal articles	25%	12%
11.	3808.20.19	Chromatade Copper Arsenate	13%	5%
12.	3823.19.00	Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining : Other	25%	12%
13.	3901-3916	Plastic in primary form	13%	5%
14.	5403.31.00	Other yarn, single: Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn not more than 50 tex	13%	5%
15.	5501.30.10	Synthetic filament tow (Acrylic or modacrylic) Imported by VAT registered synthetic staple fibre manufacturer	6%	0%
16.	7211.29.20	Carbon steel strips of thickness upto 1.30mm and width upto 152.5 mm	13%	5%
17.	7217.30.00	Wire of iron or non-alloy steel.; Plated or coated with other base metals	13%	5%
18.	7225.11.00	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or	13%	5%

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
		more. Of silicon-electrical steel: Grain-oriented		
19.	7802.00.00	Lead waste and scrap.	13%	5%
20.	8309.90.32	Container seal	25%	5%
21.	8414.30.90	Compressors of a kind used in refrigerating equipment (Excl. Industrial use)	13%	5%
22.	8421.21.94	Effluent (waste water) Treatment Plant	25%	0%
23.	8438.80.10	Poultry feed manufacturing plant or machinery	6%	0%
24.	8525.20.23	Cellular (Mobile/Fixed Wireless) Telephone Set	Tk. 300 Per set	Tk. 200 Per set
25.	85.41 (All H.S.Codes, Excl. 8541.40.10)	Diodes, transistors and similar semi-conductor devices; photosensitive semi-conductor devices, including Photovoltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels; light emitting diodes; mounted piezo-electric crystals.	13%	5%

পরিশিষ্ট - ‘খ-১’

যে সকল **H.S.Code** এর শুল্কহার **(CD)** বৃদ্ধি করা হয়েছে ঃ

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
1.	2008.99.10	Mango pulp	13%	25%
2.	2929.90.00	Other; Compounds with other nitrogen function. (Excl. Isocyanates)	13%	25%
3.	3923.50.00	Stoppers, lids, caps and other closures	13%	25%
4.	7310.21.10	Tin plated cans, bottom not closed by soldering and crimping (e.g. Beverage Can Type)	6%	12%
5.	7612.90.91	Aluminium can	6%	12%
6.	8542.10.00	Cards incorporating an electronic integrated circuit ("smart" cards)	6%	25%

পরিশিষ্ট - 'খ-২'

যে সকল H.S.Code এর উপর সম্পূরক শুল্ক (SD) আরোপ করা হয়েছে ঃ

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
1.	1702.40.00	Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than 50% by weight of fructose, excluding invert sugar	0%	15%
2.	24.01 (All H.S.Codes)	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse.	0%	25%
3.	4911.10.00	Trade advertising material, commercial catalogues and the like	0%	15%
4.	4911.91.00	Pictures, designs and photographs	0%	15%
5.	4911.99.00	Other	0%	15%
6.	5601.10.90	Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles, of wadding (Excl, Jute)	0%	15%
7.	6001.22.00	Pile fabrics, knitted or crocheted of Man-made fibres	0%	15%
8.	7007.19.00	Other tempered safety glass	0%	25%
9.	7007.29.00	Other laminated safety glass	0%	25%

পরিশিষ্ট - 'গ'

২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়) এর প্রস্তাবনা।

০১। **মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর সংশোধন**

[১] ধারা ২ এর দফা (ণ) এ ''নির্ধারিত তারিখ'' এর সংজ্ঞায় দাখিলপত্র পেশের তারিখের সাথে কর পরিশোধের তারিখ অন্তর্ভুক্ত করে নির্ধারিত তারিখের সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন।

[২] ধারা ২ এর দফা (ভ) এ সর্বমোট প্রাপ্তির সংজ্ঞা থেকে ''অগ্রিম আয়কর'' শব্দগুলি বাদ দিয়ে ''সর্বমোট প্রাপ্তির'' সংজ্ঞা সংশোধন।

[৩] করযোগ্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর হার প্রয়োগের বিধান Customs Act, 1969 এর Section 30 এর সঙ্গে সংগতি বিধান করে ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপন।

[৪] ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশের শেষ লাইনে "সদর দপ্তরকে" শব্দগুলির পর "কেন্দ্রীয়ভাবে" শব্দটি সংযোজন।

[৫] ধারা ২২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এবং দফা (খ) এ "কমিশনার" শব্দটির পর "কমিশনার (আপীল)" শব্দগুলি সন্নিবেশিতকরণ।

[৬] ধারা ২৬ক এর উপ-ধারা (১) এ "অডিট" শব্দটির পরিবর্তে "নিরীক্ষা" শব্দটি প্রতিস্থাপন করে ধারা ২৬ক এর উপ-ধারা (১) এর সংশ্লিষ্ট অংশ প্রতিস্থাপন।

[৭] ধারা ২৬ক এর উপ-ধারা (২) সরলীকরণ করে প্রতিস্থাপন।

[৮] জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত দলিলাদির সার্টিফাইড কপি প্রদানের বিধান করে নতুন ধারা ৩৪ক অন্তর্ভুক্তকরণ।

[৯] কর ফাঁকির ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান ন্যূনতম সমপরিমাণ হ্রাস করে অর্ধেক এবং সর্ব্বোচ আড়াইগুণ থেকে হ্রাস করে দ্বিগুণ করা; গৌণ অনিয়মের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান ন্যূনতম দশ হাজার টাকা হ্রাস করে পাঁচ হাজার টাকা এবং অপেক্ষাকৃত গুরুতর অনিয়মের ক্ষেত্রে ন্যূনতম পঁচিশ হাজার টাকা থেকে হ্রাস করে দশ হাজার টাকা র্নিধারণ এবং এ জন্য ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (১) এবং (২) এবং ধারা ৩৮ এর উপধারা (২) সংশোধন।

[১০] বিভিন্ন পর্যায়ের মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাদের ন্যায় নির্ণয়ন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ধারা ৪০ এর দফা (খ) প্রতিস্থাপন।

[১১] মূল্য সংযোজন কর মামলার আপীল নিস্পত্তির সময়সীমা এক বছর থেকে কমিয়ে নয় মাস করে ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (৪) এর সংশোধন।

[১২] দাবীনামা চূড়ান্ত করার সময়সীমা নব্বই দিন নির্ধারণ করে ধারা ৫৫ এর উপান্ত টীকা, উপ-ধারা (১) ও (৩) এর সংশোধন।

[১৩] সরকারী পাওনা অর্থ পরিশোধের সময়সীমা ৭ দিন থেকে বাড়িয়ে ১৫ দিন নির্ধারণ করা - এ লক্ষ্যে ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর সংশোধন।

[১৪] জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক অনুবিভাগ কর্তৃক আসন্ন বাজেটে বেশ কিছু সংখ্যক পণ্যের এইচ.এস.কোড বিভাজন, একীভূত, বিলোপ বা সংশোধন করা হয়েছে। এর সাথে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে মূল্য সংযোজন কর আইনের প্রথম তফসিল প্রতিস্থাপন।

[১৫] সাদা-কালো ফটো স্টুডিও ও গ্রাফিক ডিজাইনার সেবা থেকে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রত্যাহার করে আইনের দ্বিতীয় তফসিল সংশোধন।

[১৬] জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক অনুবিভাগ কর্তৃক আসন্ন বাজেটে বেশ কিছু সংখ্যক পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ ও হার পরিবর্তন এবং কতিপয় পণ্যের বিবরণ ও এইচ.এস.কোড সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও তৃতীয় তফসিলের সেবার কোড S012.20 এর সরবরাহকারী সেবায় "মোবাইল" শব্দটির পরিবর্তে "সেলুলার (Mobile/Fixed wireless)" শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইনের তৃতীয় তফসিল প্রতিস্থাপন।

০২। <u>মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর সংশোধন</u>

[১] আইনে বর্ণিত সংজ্ঞার সাথে সঙ্গতি রেখে মূল্য সংযোজন কর "বিভাগীয় কর্মকর্তা"-র সংজ্ঞা সংশোধনের জন্য বিধি ২ এর দফা (ছ) এর পরিবর্তে নতুন দফা (ছ) প্রতিস্থাপন।

[২] মূল্য সংযোজন কর চালানপত্র মূসক-১১ অথবা মূসক-১১ক এর দ্বিতীয় অনুলিপি স্থানীয় মূসক কার্যালয়ে পৌঁছানোর সময়সীমা ৭২ ঘন্টার পরিবর্তে ৩ (তিন) কার্যদিবস নির্ধারণ এবং এজন্য বিধি ১৬

এর উপ-বিধি (১), বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এবং বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (খ) সংশোধন।

[৩] ন্যূনতম অর্থদন্ডের পরিমাণ প্রদেয় শুল্ক করের সমপরিমাণের পরিবর্তে অর্ধেক এবং সর্বোচচ অর্থদন্ডের পরিমাণ প্রদেয় শুল্ক-করের আড়াই গুণের পরিবর্তে দ্বিগুণ করে বিধি ৩৫ এর সংশোধন।

[৪] ফরম মূসক-২৯ এ "অপরিচালনযোগ্য" এবং "অপরিচালনায়িত" শব্দ দু'টির পরিবর্তে যথাক্রমে "অপরিচালনযোগ্য" এবং "অপরিচালনকৃত" শব্দ দু'টি প্রতিস্থাপন।

০৩। <u>মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত অন্যান্য প্রজ্ঞাপন</u>

[১] চিনি, পেট্রোলিয়াম বিটুমিন (ড্রামে ও বাল্কে), মূসক নিবন্ধিত সিনথেটিক স্ট্যাপল ফাইবার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত সিনথেটিক ফিলামেন্ট টো (এ্যাক্রাইলিক বা মোডাক্রাইলিক), ইত্যাদি পণ্যের আমদানি পর্যায়ে, হারিকেনের চিমনীর উৎপাদন পর্যায়ে এবং স্কুলে টিফিন সরবরাহের ক্ষেত্রে যোগানদার সেবার উপর মূসক অব্যাহতি প্রদান।

[২] দেশীয় উৎপাদন পর্যায়ে ২.৫ কেজির প্যাকেট গুড়া দুধের উপর থেকে ২.৫% সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার।

[৩] Waste পেপার (Heading No. 47.07) এর উপর আরোপিত মূসক অব্যাহতির মেয়াদ ৩০/০৬/২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ।

[৪] ইট ভাটা তথ্য সংক্রান্ত ঘোষণা ফরম-এ জমির দাগ নং, খতিয়ান নং, মৌজা ইত্যাদি তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে এস,আর,ও নং- ৬০-আইন/২০০৪/৪০১-মূসক, তারিখঃ ০৯/০৩/২০০৪ এর সংশোধন।

[৫] "ভূমি উন্নয়ন সংস্থা" সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রত্যাহার এবং মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ।

[৬] "চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান" ও "দন্ত চিকিৎসা" সেবার ব্যাখ্যায় "নামমাত্র মূল্য" এর সীমা বহির্বিভাগে চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবামূল্য ২৫ টাকা পর্যন্ত এবং রোগীর দৈনিক শয্যা ভাড়া ৫০ টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ।

[৭] "কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস সার্ভিস মেইল সার্ভিস" সেবার ব্যাখ্যায় 'পার্সেল' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা এবং কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিসের ক্ষেত্রে পণ্য বা পার্সেল এর ওজন ১০ কেজি পর্যন্ত নির্ধারণ।

[৮] “গ্রাফিক ডিজাইনার” ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক নতুন সেবা কোড S050.20 অন্তর্ভুক্ত করা।

[৯] হোটেল, ডেকোরেটরস ও ক্যাটারার্স, কম্যুনিটি সেন্টার, বিউটি পার্লার, শিপিং এজেন্ট, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকুল বাস ও রেলওয়ে সার্ভিস এবং উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী সেবার ক্ষেত্রে টার্ণওভার নির্বিশেষে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা।

[১০] সেবার কোড S0120.20 এর সিম কার্ড সরবরাহকারীর ব্যাখ্যায় মোবাইল শব্দের পরিবর্তে “সেলুলার (Mobile/Fixed wireless)” শব্দগুলি প্রতিস্থাপন।

০৪। <u>মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত আদেশ</u> ঃ

[১] দেশে উৎপাদিত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে মূলধনী যন্ত্রপাতি চিহ্নিত করার জন্য কাস্টমস প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত মূলধনী যন্ত্রপাতিকে মূলধনী যন্ত্রপাতি হিসেবে গণ্য করা সংক্রান্ত আদেশ।

[২] ‘সিম কার্ড সরবরাহকারী’ সেবার ক্ষেত্রে সেলুলার (Mobile/Fixed wireless) টেলিফোনের সিম কার্ড বা রিম কার্ড সরবরাহ বা অনুরূপ কার্যের মাধ্যমে সংযোগ প্রদানের জন্য ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ।

০৫। <u>২০০৬-২০০৭ অর্থবছরের বাজেটে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ও আদেশ</u> ঃ

১. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং ১৩০-আইন/২০০৬/৪৫৮-মূসক তারিখ ঃ ০৮/০৬/২০০৬

২. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস,আর,ও নং ১৩১-আইন/২০০৬/৪৫৯-মূসক তারিখ ঃ ০৮/০৬/২০০৬

৩. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস,আর,ও নং ১৩২-আইন/২০০৬/৪৬০-মূসক তারিখ ঃ ০৮/০৬/২০০৬

৪. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস,আর,ও নং ১৩৩-আইন/২০০৬/৪৬১-মূসক তারিখ ঃ ০৮/০৬/২০০৬

৫. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস,আর,ও নং ১৩৪-আইন/২০০৬/৪৬২-মূসক তারিখ ঃ ০৮/০৬/২০০৬
৬. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং ১৩৫-আইন/২০০৬/৪৬৩-মূসক তারিখ ঃ ০৮/০৬/২০০৬
৭. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং ১৩৬-আইন/২০০৬/৪৬৪-মূসক তারিখ ঃ ০৮/০৬/২০০৬
৮. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং ১৩৭-আইন/২০০৬/৪৬৫-মূসক তারিখ ঃ ০৮/০৬/২০০৬
৯. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং ১৩৮-আইন/২০০৬/৪৬৬-মূসক তারিখ ঃ ০৮/০৬/২০০৬
১০. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ০৬/মূসক/২০০৬, তারিখ ঃ ০৮/০৬/২০০৬
১১. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ০৭/মূসক/২০০৬, তারিখ ঃ ০৮/০৬/২০০৬

--- ০ ---